নেক্-নজর

(কৌতুক নাটিকা)

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসু

প্রণীত

সাধনা লাইব্রেরী,

২৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা

মূল্য ৷৷০ আনা।

প্রকাশক—
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর শেঠ,
সাধনা লাইব্রেরী—
২৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল,
"সিদ্ধেশ্বর প্রেস",
৭৭ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নেক্-নজর

পুরুষ।

মালিক ইব্রাহিম ... ... খোরাসানের শাসনকর্ত্তা।
ইব্‌লিস্ ... ... ঐ হাব্‌সি কর্ম্মচারী।
মুন্সী মহবুব্ ... ... ঐ বেতনভুক্ত কবি।
কাবাব ... ... ঐ বালকভৃত্য।
খোদাবক্স ... ... ধনাঢ্য সরাইওয়ালা।
খালিল ... ... খোদাবক্সের পুত্র।
নূরমহম্মদ } ... ... মোসাহেবদ্বয়।
পীরমহম্মদ }
গফুর ... ... বেকার বাবুর্চি।

সিপাহীগণ, খরিদদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

জিনৎ ... ... ইব্রাহিমের কন্যা।
ইম্‌লি ... ... জিনতের সহচরী।
গুলফন বিবি ... ... খোদাবক্সের পত্নী।

সখীগণ, পরিচারিকাগণ।

নেক্-নজর

[ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয় রজনী]

শনিবার, ২৭ শে আশ্বিন ১৩২৯।

অধ্যক্ষ	...	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	„ ভূতনাথ দাস সুরসাগর।
বংশীবাদক	...	„ ক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নৃত্যশিক্ষক	...	„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
হারমোনিয়ম-বাদক	...	„ শরচ্চন্দ্র মিত্র।
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	...	„ অমূল্যচরণ সুর।
স্মারক	...	„ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।
সঙ্গতী	...	„ সতীশচন্দ্র বসাক।
		ও
	...	„ মন্মথ নাথ ঘোষ।

চরিত্র।

মালিক ইব্রাহিম	...	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দাস।
খোদাবক্স	...	„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
খালিদ	...	„ প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত।
ইব্লিস্	...	„ নরেন্দ্রনাথ সিংহ।
মহবুব	...	„ ননিলাল দে।
কাবাব	...	**শ্রীমতী নীহারবালা দাসী।**
গফুর	...	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার।
নুরমহম্মদ	...	„ বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
পীরমহম্মদ	...	„ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।
সিপাহীদ্বয়	...	„ তারকনাথ ঘোষ।
	...	„ সতীশচন্দ্র দত্ত।
খরিদদারগণ	...	„ সতীশচন্দ্র দত্ত।
	...	„ তারকনাথ ঘোষ।
	...	„ বিনোদবিহারী ঘোষ।
আরদালি	...	„ ঐ
জিনৎ	...	শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসী।
ইম্লি	...	„ নিভাননী দাসী।
গুলফন	...	„ কোহিনুরবালা দাসী।
বাইজীদ্বয়	...	„ হেমন্তকুমারী দাসী।
	...	„ দুনিয়াবালা দাসী।
ইত্যাদি		ইত্যাদি।

উৎসর্গ

ভিষগাচার্য্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু,

৭নং রাজাবাগান ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

স্যার্ !

আপনার নেক্-নজরের অবিচ্ছিন্ন ধারায় আমি কখনও বঞ্চিত হই নাই। আপনার নাট্যসাহিত্যপ্রীতি সর্ব্বজনবিদিত, সেই ভরসায় অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমার "নেক্-নজর"খানি আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম।

অনুগত—

"অথার"

নেক্-নজর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান

জিনৎ, ইম্‌লি ও সখিগণ।

সখিগণের গা—।

কোই কহ দো, কহ দো, কহ দো জি—
কাহে উজালা আজু রাতিয়া।
চমন্ চমন্ ফুল-ভরা হয়
বোল রহা হয় পাপিয়া ॥
কাঁহা মেরি মোহন, পেয়ারা সো গুল বদন,
আঁখিয়া দেখে সদা যাঁকে স্মরতিয়া ॥
বিনু সো সঁইয়া, না মানে জিয়া মেরি,
মৎওয়ালী যৌবনবালা—
সতাওয়ে মেরি ছাতিয়া ॥

[সখিগণের প্রস্থান।

জিনৎ। পেয়ারা খালিল! হায় খালিল, হায় খালিল!

ইম্‌লি। হায় জলিল্! হায় জলিল্!

জিনৎ। ইম্‌লি! ইম্‌লি! তাঁর নাম নিয়ে অমন উপহাস করিস্ নি। তিনি বিহিস্তের হুর, হীরকের মধ্যে কহিনুর; ফুলের মাঝে শতদল, চাতকের ফটিক জল। ওলো, তোরা ত' তাঁ'র কদর জানিস্ না!

ইম্‌লি। যেন কাকের বাসায় কোকিল-ছানা! কেমন, ঠিক না? বলিহারী সাহাবজাদী! প্রণয়ের রণাঙ্গনে যে রকম বীরমাতুনি আরম্ভ ক'রেছ, তা'তে তোমার মনসব্‌দারী পাওয়া উচিত।

ইম্‌লির গীত।

এ তোমার বেয়াড়া ঢং।
সব কাজ ছেড়ে নাগরে লইয়ে করিতে চাহ কি রং॥
ছুটি পেলে কাজে চলে আসে ছুটে,
চরণেতে বঁধু পড়ে আসি লুটে;—
তোমার প্রেমের টানে মান অভিমানে ভাসিয়ে দিয়ে সাজে সং।
তোমার প্রেমের পিয়াসা মেটে না,
তিলেক বঁধুরে ছাড়িতে চাহ না;—
প্রেমে প্রাণ ভরে, পেট ত' ভরে না, ক্ষুধার জ্বালা যে বেদম্॥

জিনৎ। ইম্‌লি, আবার পরিহাস!

ইম্‌লি। গোস্তাকী মাফ্ হয় সাহাবজাদী! খোরাসানের মালিক ইব্রাহিম খাঁর একমাত্র কন্যা তুমি, তোমার কি একটা সরাইওয়ালার ছেলের সঙ্গে প্রণয় করা সাজে?

জিনৎ। হ'লেই বা সরাইওয়ালার ছেলে! এই খোরাসান সহরে, খালিলের মত কবি—খালিলের মত সুন্দর যুবা, আর কে আছে ইম্‌লি? তাঁর পিতা সরাইওয়ালা হ'লেও ঐশ্বর্য্যে ত' আমাদের সমকক্ষ!

ইর্মলি। ঐটাই ত' তা'র সকলের চেয়ে বেশী দোষ। কঞ্জুষ সরাই-ওয়ালার অত ধন-দৌলৎ, মালিক ইব্রাহিম খাঁ'র বরদাস্ত হয় না। তা' ছাড়া বড় মানুষের ছেলে হ'লেই ত' বংশমর্য্যাদায় তোমার সমকক্ষ হ'তে পারে না!

জিনৎ। ছাই পড়ুক বংশমর্য্যাদায়!

(কাবাবের প্রবেশ)

কাবাব। সেলাম সাহাবজাদী! পেয়ালায় অনেকক্ষণ কাফি ঢালা হ'য়েছে, এতক্ষণে বুঝি ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। খরগোসের চর্চ্চড়ি সোনার সানকিতে ঢালা হ'য়েছে, আর একটু দেরী হ'লেই টকে যাবে। মালিক সাহেব তোমার জন্য হা ক'রে ব'সে আছেন। শিগ্গির চল!

জিনৎ। বাবাকে বল্ যে, আমি আজ আর খা'ব না। আমার খিদে নেই।

কাবাব। (চীৎকার করিয়া) মালিক সাহাব! আপনি সব খেয়ে ফেলুন, সাহাবজাদীর খিদে নেই।

জিনৎ। আঃ মোলো! এখান থেকে চেঁচাচ্ছিস্ কেন? বাবার কাছে গিয়ে বল্‌গে।

কাবাব। যো হুকুম সাহাবজাদী!

[কাবাবের প্রস্থান।

ইর্মলি। সখি! তোমার রোগ দেখ্‌ছি সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। খিদে-তেষ্টা যখন গিয়েছে, তখন কথা ত' বড় ভাল নয়!

জিনৎ। সই, তাঁ'র রূপে প্রাণ পূরে থাকে, তাঁর কবিতায় প্রাণে সুধা ঢেলে দেয়। তুচ্ছ ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা যে মনে পড়ে না, সই!

ইমলি। একটু সাম্‌লে চ'লো সই, কাজের কথা কই।
মান খোয়ালে পড়্‌বে তোমার পাকা ধানে মই ॥

(কাবাবের প্রবেশ)

কাবাব। সেলাম সাহাবজাদী!

জিনৎ। আবার জ্বালাতে এলি ?

কাবাব। সাহাবজাদী! মালিক সাহাব বল্লেন যে তোমার নিশ্চয়ই যকৃতের ব্যামো হ'য়েছে, তাই খাবার সময় খিদে পাচ্ছে না। তিনি সেই জন্য চিরেতার ফাণ্ট ত'য়ের ক'রে তোমায় ডাক্‌ছেন। চল সাহাবজাদী! চিরেতার জলটুকু খেয়ে নাও।

জিনৎ। ইম্‌লি, এ কি উৎপীড়ন বল্ দেখি! আমার আত্মহত্যা ক'র্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে।

কাবাব। হাঁ—হাঁ, ওটাও একটা লক্ষণ সাহাবজাদী! হকিমেরা বলে—শুনেছি যে যকৃৎ বিগ্‌ড়ালে, সুধু সুধু মর্‌তে ইচ্ছা হয়।

জিনৎ। চুপ্ কর্ নচ্ছার।

ইম্‌লি। চটো কেন সাহাবজাদী ?

কাবাব। ওটাও যে একটা লক্ষণ! হকিমেরা বলে, যকৃৎ বিগ্‌ড়ালে মেজাজ হামেশা চটে থাকে।

ইম্‌লি। যাও সই, তেতো টুকু ঢুক্ ক'রে খেয়ে এস। অনেক উপকার হ'বে।

জিনৎ। সই, সত্য সত্যই তোরা আমায় পাগল ক'র্‌বি!

নেপথ্যে ইব্রাহিম। জিনৎ! অয় জিনৎ!

কাবাব। (চীৎকার করিয়া) সাহাবজাদী তেতো খেতে রাজী নয়।

জিনৎ। তোর পায়ে পড়ি কাবাব, চুপ্ কর্!

নেপথ্যে ইব্রাহিম। জিনৎ! অয় জিনৎ!

জিনৎ। যাই বাবা! ইম্‌লি, সত্যই কি চিরেতা খেতে হ'বে?

ইম্‌লি। তা' হ'বে বই কি সাহাবজাদী। ক্ষুধামান্দ্য হ'লে একটু তেতো খেতে হয় বৈকি!

জিনৎ। ইয়া খোদা! [জিনৎ ও কাবাবের প্রস্থান।

ইম্‌লির গীত।

প্রণয়েতে শত জ্বালা তবু ত' বোঝে না প্রাণ।
দুনিয়া ভরা দাগাবাজী, যারে দেখি সেই বেইমান্॥
পায়ে ধ'রে ভাঙ্গে মান, পরে শত অপমান।
হাসি হাসি পরায় ফাঁস, কথায় কথায় শুধুই ভাণ॥

(খালিলের প্রবেশ)

ইম্‌লি। কে ও? কবিবর! আদাব—আদাব।

খালিল। ইম্‌লি, আজ তুমি একা কেন? আমার জিনৎ কৈ?

ইম্‌লি। সে কথা আর কি বল্‌বো, খালিল সাহাব!

খালিল। কেন—কেন? আমার আস্‌তে বিলম্ব হয়েছে ব'লে, সে কি রাগ করে চলে গিয়েছে?

ইম্‌লি। তার দুর্গতির কথা তোমায় আর কি বল্‌বো খালিল সাহাব!

খালিল। কি ব'ল্‌ছ ইম্‌লি? তা'র দুর্গতি!

ইম্‌লি। তোমার প্রেমে সাহাবজাদীর বদ্ হজম হ'য়েছিল। মালিক সাহাব চিকিৎসার জন্য তা'কে নিয়ে গেছেন।

খালিল। সর্ব্বনাশ! মালিক ইব্রাহিম খাঁ কি তবে আমার কথা জান্‌তে পেরেছেন?

[প্রস্থানোদ্যত।

ইম্‌লি। (বাধা দিয়া) আহা পালাও কেন? পুরুষ-মানুষ এমন ভীতু!

খালিল। ইম্‌লি! আমার জন্য ভাবি না। কিন্তু, মালিক ইব্রাহিম যদি আমার কথা জেনে থাকেন, তা' হ'লে—তা' হ'লে সেই অফুটন্ত কুসুম কলিকাকে কত লাঞ্ছনাই সহ্য ক'রতে হ'বে! ইম্‌লি, আমি চ'ল্লাম। পেয়ারে জিনৎকে আমার ব'লো যে, তা'র বান্দার বান্দা খালিল আজও হাজরি দিয়েছিল, কিন্তু নসীবের দোষে কেবল চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে চ'লে গেছে।

[প্রস্থানোদ্যত।

ইম্‌লি। (বাধা দিয়া) ওগো, প্রণয়েতে শত জ্বালা, তবু ত' বোঝে না প্রাণ!

খালিল। ইম্‌লি, ও সঙ্গীত ভুলে যাও। ও মূর্খের রচনা, উন্মত্তের রচনা! প্রণয়েতে শত জ্বালা আছে সত্য, কিন্তু সে শত জ্বালায় সহস্র শান্তি! বিরহের বজ্রাঘাতে অবিশ্রান্ত কুসুম বর্ষণ! বিচ্ছেদের হলাহলে স্মৃতির সুধাপারাবার!

ইম্‌লি। বাঃ বাঃ! কবি বটে! খালিল সাহেব, ঐ কথাগুলো ছন্দে ব'ল্লে না কেন? তা' হ'লে কবিতার একটা বস্‌ফরাস্‌ নদী ব'য়ে যে'ত।

খালিল। ইম্‌লি! তোমার নামও খাট্টা, তোমার ভাষাও খাট্টা!

ইম্‌লি। তোমার চিনি-মাখা কাব্যের সঙ্গে মিশে, ইম্‌লি এইবার খাট্টা-মিঠা ছড়া-তেঁতুল হ'য়ে উঠ্‌বে।

নেপথ্যে ইব্‌লিস্‌। ইম্‌লি! অয় ইম্‌লি!

খালিল। ইয়া আল্লা! ও আবার কে?

ইম্‌লি। উটি আমার পেয়ারা খামিন্দ। মালিক সাহেবের হাব্‌সি অফ্‌সর্‌।

খালিল। কি বিভ্রাট্‌! উনিই কি সেই নায়েক ইব্‌লিস্‌, যা'র নামে বাঘে গরুতে এক সঙ্গে জল খায়?

নেপথ্যে ইব্‌লিস্‌। অয় ইম্‌লি! ইম্‌লি!

ইম্‌লি। (জনান্তিকে) যাই গো যাই। (খালিলকে) কবিবর! এই-খানে একটু অপেক্ষা কর, আমি সাহাবজাদীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

খালিল। না—না, আজ আর থাক্‌ ইম্‌লি! ইব্‌লিস্‌ বড় বদ্‌লোক শুনেছি। মায়া দয়া একেবারেই নেই!

(ইব্‌লিসের প্রবেশ)

ইব্‌লিস্‌। কেঁও ইম্‌লি! দের কর্‌ রহি হয় কেঁও?

ইম্‌লি। এই যে, যাচ্চি ত'।

ইব্‌লিস্‌। আরে বাঃ বাঃ! এ নব যৌবনের আড়ংদারটি কে রে? একেবারে কাবাব ক'রে খেয়ে ফেলি রে!

ইম্‌লি। আহা, কর কি—কর কি? ও যে আমার মামাতো ভাই। পাঁচ বচ্ছর পরে দেখা ক'র্‌তে এসেছে।

ইব্‌লিস্‌। মামাতো ভাই—তবে কাঁদে কেন রে? একেবারে কাবাব ক'রে খেয়ে ফেলি রে!

ইম্‌লি। অনেক দুঃখে কাঁদ্‌ছে গো—অনেক দুঃখে কাঁদ্‌ছে! কার্ত্তিক মাসের ১লা তারিখে ওর বিয়ে কি না, তাই আমায় নেমতন্ন ক'রে নিয়ে যেতে চায়। আমি বল্লুম যে আমার গুণমণি ইব্‌লিসকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে পার্‌বো না। তাই, ভাইটি আমার কেঁদে আকুল।

ইব্‌লিস্‌। আরে না-লায়েক, কাঁদিস্‌ কেন? ইম্‌লি আমায় কত পেয়ার করে দেখ্‌ছিস্‌? তোর বিবি যদি তোকে এর সিকি হিস্‌সাভি পেয়ার করে, তবে ত' তুই দুনিয়াতেই বিহিস্ত পেয়ে যাবি রে! ইম্‌লি, তুই ওটাকে জল্‌দি জল্‌দি বিদায় ক'রে চলে আয়। তোর হাতের দু'টো মিঠি খিলি খেয়ে, টহল দিতে যেতে হ'বে। মালিক সাহাব হুকুম্‌

দিয়েছেন যে, খোদাবক্‌সের না-লায়েক ছেলে খালিলটাকে রাস্তায় দেখ্‌লেই গিরিপ্তার ক'রে আন্‌তে হ'বে।

ইম্‌লি। কেন—কেন, কম্‌বক্ত আবার কি গুন্‌হাগারী ক'র্‌লে?

ইব্‌লিস। বে-তমিজের গোস্তাকী শোন্‌। মালিক সাহাবের মাইনে-করা বড় বড় কবি সব, উম্‌দা উম্‌দা বয়েদ্‌ রচনা করে, আর সেই সরাইওয়ালার বাচ্ছা কি না—তা'দের উপর টেক্কা দিয়ে কবিতা লিখ্‌তে সুরু করেছে! এ গোস্তাকী কি বরদাস্ত হয়, ইম্‌লি?

ইম্‌লি। ওমা, তা কি হয়! তুমি ততক্ষণ তোজদান্‌ বন্দুকগুলো গুছিয়ে নাও গে। আমি যাচ্চি।

ইব্‌লিস্‌। অ বে, জল্‌দি ভাগো! [প্রস্থান।

খালিল। উঃ! বাপ! খোদা মালিক!

ইম্‌লি। ইস্‌! একেবারে ঘেমে উঠেছ যে।

খালিল। ইম্‌লি! আমি কি বেঁচে আছি?

ইম্‌লি। আছ বই কি কবিবর, খুব বেঁচে আছ! তোমরা এর মধ্যে মোলে, খোদার চিড়িয়াখানায় দেখ্‌বার মত আর কি থাক্‌বে বল! তা'—আর খানিকটা এই রকম বেঁচে থাকো, আমি সাহাবজাদীকে পাঠিয়ে দিই। এতটা কষ্ট ক'রেছ যখন, একবার মুলাকাৎটা হ'য়ে যা'ক্‌।

খালিল। আবার যদি কেউ এসে পড়ে?

ইম্‌লি। আমার মামাতো ভাই ব'লে পরিচয় দিও। আমার মামার নাম ছিল আব্দুল করিম। করিমের ছেলে ব'লে পরিচয় দিও।

খালিল। সে কি! বাপের নাম বদ্‌লে দিব কি করে?

ইম্‌লি। তুমি সুধু বাপের নাম বদ্‌লাবে বই ত' নয়। প্রেমের ঘূর্ণিপাকে চৌদ্দপুরুষের নাম বদ্‌লে যায়।

[প্রস্থান।

খালিল। হে খোদা! প্রেমের মত এমন অনাবিল পবিত্র পদার্থের সঙ্গে বাপের নাম বদ্‌লানো বড়ই বেখাপ্পা হ'য়ে পড়ে যে খোদা! এমন বরখেলাফ্ ভাব কাব্যশাস্ত্রে যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ! দেখো খোদা, কাব্য না নষ্ট হয়!

(এক ছড়া কাঁচা কদলি হস্তে কাবাবের প্রবেশ)

কাবাব। খালিল সাহাব, নাচো—নাচো! ধেই ধেই ক'রে নাচো! হাওয়ায় চড়ে' নাচো! গাছের আগ্‌ডালে উঠে নাচো!

খালিল। নাচ্‌বো কি রে!

কাবাব। অলবৎ নাচ্‌বে! এমন জোর নসীব তোমার, না নাচ্‌লে চল্‌বে কেন?

খালিল। জোর নসীব কি রকম? হাব্‌সি ইব্‌লিস্ চিন্‌তে পার্‌লে একটু আগেই নসীবটা জোর রকমই ফল্‌তো বটে! হায়—হায়, আমার সব আশা নিষ্ফল হ'ল!

কাবাব। নিষ্ফল হ'তে যাবে কেন, মিঞা! তোমার জন্য সাহাবজাদী এই এক কাঁদি কলা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঘরে নিয়ে গিয়ে, রোজ একটি ক'রে পোড়াবে আর খাবে—পোড়াবে আর খাবে।

খালিল। পুড়িয়ে খাবো কি রে? এ কলা ত' কাঁচায় তর্‌কারিতে খায়, আর পাক্‌লে কাম্‌ড়ে খায়।

কাবাব। আর তোমার মত, পাড়াপড়সীর আইবুড়ো মেয়ে দেখে কবি হ'লে, এ কলা পুড়িয়ে খেতে হয়।

খালিল। কাবাব! লোকে যা'ই ভাবুক না কেন, আমার প্রেম অতি পবিত্র, কাব্যময়।

কাবাব। এখনই মালিক সাহাব হাওয়া খেতে এসে তোমায় দেখ্‌লেই,

তোমার ঐ কাব্যময় প্রেমটা একেবারে কর্কশ জেলখানাময় হ'য়ে পড়্বে!

খালিল। দোহাই কাবাব! আমায় এখান থেকে বা'র ক'রে দে। জেলখানায় শুনেছি কবিতা লেখা চলে না। কেবল ঘানি টানায়! পথে আবার ইব্লিস্ রোঁদে বেরিয়েছে। আমায় একটু আগ্‌লে নিয়ে চল, কাবাব। হায়—হায়, আমার জলে কুমীর—ডাঙ্গায় বাঘ!

কাবাব। তাই ত' সাহাবজাদী—আমায় পাঠিয়ে দিলেন। চল, তে-মাথা রাস্তাটা পার ক'রে দিয়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

(ইব্লিস্ ও দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

ইব্লিস্। হুকুমদার—হুকুমদার! জাগ রহো—হুঁশিয়ার রহো! ইব্লিস্ জাগে, চোর না ভাগে!

প্রহরীদ্বয়। অফ্‌সর আগে—পল্টন পিছে।

(কাবাবের প্রবেশ)

কাবাব। শেরকি পোছী বন্দর খিঁচে!

ইব্লিস্। কেঁও বে নালায়েক!

কাবাব। বেবাক গালাগালটা দিলে কেন হে!

ইব্লিস্। আঃ মোলো! বেগুনবিচির রোক দেখ!

কাবাব। কালা হাতির চোখ্ দেখ !

ইবলিস্। আরে,—একটি থাপ্পড়ে যে মশা-মারা হ'য়ে যাবি রে !

কাবাব। ওঃ হো জঙ্গী বাহাদুর ! আমায় ত' মশা-মারার যোগাড় করবে, ওদিকে তোমায় যে ছুঁচো-মারা করবার যোগাড় হ'য়েছে।

ইব্লিস্। ওয়হ কেয়াবাৎ হয় রে ?

কাবাব। আরে তায়রে নারে—তায়রে নারে ! খোদাবক্স্ সরাইওয়ালার বাচ্ছা—খালিল রসুল—তিন তেরো উনচল্লিশটা বয়েদ সমেত এক কাবির কেতাব ছাপিয়ে মালিক সাহেবের হাবেলির সাম্‌নে ব'সে বিক্রী ক'র্‌ছে !

ইব্লিস্। এই মরেছে ! জালে হরিণ প'ড়েছে ! চলো চলো সিপাহী, তাজা খুন মিল গায়া ! তাজা খুন মিল্ গায়া !

[ইবলিস্ ও প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

কাবাব। হাঁটি হাঁটি পায় পায়, কবি আমার চলে আয়—।

(খালিলের প্রবেশ)

খালিল। কোন্ দিকে যাবো ?

কাবাব। চোক্ বুজে, সরাইখানার দিকে।

খালিল। তোর কাজে আমি খুব তাজ্জব হ'য়ে গেছি ! জিনৎবিবির কাছে তোর খুব তারিফ ক'র্‌বো।

কাবাব। তবেই ত' আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাবে ! তারিফে কবিতা পূরণ হয়, পেট পূরণ হয় না সাহেব ! এখন নগদা কিছু ছাড় দেখি।

খালিল। সঙ্গে টাকাকড়ি ত' কিছুই নাই, ছোক্‌রা ! তোমার বখ্‌সিসের কথা আমি ভুল্‌ব না।

কাবাব। বাঃ সাহাব, বাঃ! তোমার জান্‌টা আমি নগদা বাঁচিয়ে দিলুম, আর বখ্‌সিসের বেলাতেই মাস্‌কাবারী হাতচিঠি! টাকাকড়ি না থাকে, ঐ পোক্‌রাজের আংটিটা ত' র'য়েছে। উপস্থিত ঐটেই দাও।

খালিল। এটার যে অনেক দাম্ রে!

কাবাব। কবি-মানুষের প্রাণের চেয়ে কি একটা পোক্‌রাজের দাম বেশী হ'ল?

খালিল। নে বাবা! আর লাঞ্ছনা করিস্‌নি। তাড়াতাড়ি স'রে পড়া যা'ক্। যমদূতটা আবার পাল্‌টে না এসে পড়ে।

[আংটি দিয়া প্রস্থান।

কাবাব। সরাইওয়ালার বাচ্চা কি না, আংটিটার মায়া কাটাতে পাচ্ছিল না। এক পুরুষে বড়লোক, এখনও নজর ঠিক্ হয়নি! সাহাবজাদীর কাছেও একটা বখ্‌সিস্ আদায় ক'র্‌তে হ'বে।

গীত।

কোই দর্‌খৎ পর্ বৈঠিথি মুনিয়া।
চুল্ বুল্ চুল্ বুল্ বুল্ বুল্ আ-কর্ কহে মেরি কনিয়া॥
আশক্ পৎলি জিস্‌ম্ চট্ উঠায়া সিনেমে লগানে লিয়ে,
ফিকর হয় গুলাবী গালোঁ কো বোসা লেনেকো লিয়ে;
মুনিয়া নিকল্ গয়ী বুল্ বুল্‌কে কব্‌জেসে—
বেহুদে শোর মচাওয়ে তড়্‌পে সারা দুনিয়া॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

খোদাবক্সের নাচঘর।

(খোদাবক্স, নূরমহম্মদ, পীরমহম্মদ, বন্ধুগণ ও নর্ত্তকীদ্বয়)

পীরমহম্মদ। খোদাবক্স সাহাব! আপনি যে তিন লক্ষ টাকা খরচ ক'রে রুমের বাদশাহকে নজর পাঠালেন, তা'র কোনও জবাব ত' এখনও এল না।

নূরমহম্মদ। সে হয় ত' তুর্কিস্থানে পৌঁছাবার আগেই লুট হ'য়ে গিয়েছে! আর এক কিস্তি নূতন ক'রে পাঠিয়ে দিন্।

পীরমহম্মদ। মাতাল হ'য়ে কি বক্‌ছ হে নূরমহম্মদ!

নূরমহম্মদ। পীরমহম্মদ! রুমের বাদশাহকে কি অমনি যে সে নজর পাঠানো হ'য়েছিল। আরবি টাট্টু দেড়শো—আর এক একটা টাট্টুর উপর সরষে ফুলের মত এক এক জোড়া বোগ্‌দাদা বাঁদী!

পীরমহম্মদ। তা'র পর, পারস্য উপসাগর ছেঁচে যত ভাল ভাল মুক্তো পাওয়া গেল—তেত্রিশটা গাধা বোঝাই ক'রে সেই সব মুক্তো পাঠানো হ'য়েছে। আর সে কি যে-সে মুক্তো! যেন এক একটা উট্-পাখীর ডিন্!

খোদাবক্স। পীরমহম্মদ! দু'খানা পেস্তার জিলিপি কাম্‌ড়ে, একটু আঙ্গুরের সরাপ চুমুক দাও। তোমার গলা শুকিয়ে যা'চ্চে।

১ম নর্ত্তকী। পিও বাবুয়া, জরিসি পিও।

(সরাপ প্রদান)

নূরমহম্মদ। খোদাবক্স সাহাব! আমি এই গোলাপী চ'খে স্পষ্ট দেখ্‌ছি যে রুমের বাদ্‌শাহ আপনাকে "নবাব-বাহাদুর" খেতাব পাঠাচ্চেন। তা'—সে বাদ্‌শাহী সনদখানা যখন হয় আস্‌বে, তা'র জন্য হাঁ ক'রে

ব'সে থাক্‌বার কোনও দরকার নেই। আজই আমরা এই খোরাসান সহরে আপনাকে "নবাব-বাহাদুর" ব'লে প্রচার ক'রে দিই!

সকলে। অলবৎ! অলবৎ! নবাব বাহাদুর ব'লে প্রচার ক'রে দিই!

খোদাবক্স। নূরমহম্মদ! আগে এক গরস বাদামের হালুয়া খেয়ে ফেল। ও মনাক্কাগুলো আর খেয়ো না, এই আসল মস্‌কটি আপেলের ফালা খান্ দুই মুখে দাও!

নূরমহম্মদ। আমাদের নবাব বাহাদুরের মেজাজটা দেখ, পীরমহম্মদ! সারা দুনিয়াটায় কোন খালিফ খলিফার এ রকম মেজাজ দেখেছ কি?

খোদাবক্স। নূরমহম্মদ! গোটা দুই বেদানা চিবোও না!

নূরমহম্মদ। ব্যস্ত হ'বেন না, ব্যস্ত হ'বেন না—নবাব বাহাদুর! দু'টো বেদানার কথা কি ব'ল্‌ছেন,—সারা দুনিয়াটাই ত হুজুরের! আমোদ চলুক্ জনাব, আমোদ চলুক্!

সকলে। আমোদ! আমোদ!

খোদাবক্স। বেশ—বেশ, আমোদ চলুক্! বিবিজান, একটা ঠুংরি ধর।

নূরমহম্মদ। হুজুর, আপনার কালোয়াতির কাছে কি আর ওদের ঠুংরি!

পীরমহম্মদ। থামো—থামো! নবাব বাহাদুর গাইবেন—নবাব বাহাদুর গাইবেন!

খোদাবক্স। আমার যে গাইতে গেলেই নাচ্ এসে পড়ে!

নূরমহম্মদ। হুজুর, নবাবীর কায়দাই ঐ রকম! লোকে একগুণ চাইলে দশগুণ দিয়ে ফেলে!

খোদাবক্স। তোমরা হাঁস্‌বে না ত'?

পীরমহম্মদ। লাহওয়াল্লা!

খোদাবক্স। কেমন লজ্জা ক'র্‌ছে!

নূরমহম্মদ। ও টুকু থাক্‌বে না, হুজুর! আরম্ভ ক'রে দি'ন্।

গীত।

খোদাবক্স। ঘুঁঘট্ওয়ালী যোবন ছিপায়ে চলি যায়। (আয়—হায়)
ঠমক্ ঠমক্ চমক্ ঝমক্ নয়না মিলায় ॥
কস্‌কে লগায়া মুঝে তিরছি নজরিয়া,
দিল্‌মে সমায়া মেরা কারী কটরিয়া ;—
তন মন ছিন্ কর চল্‌তি প্যারী কয়সি বলায়।
সুরৎ ছিপায়ে চলি যায় ॥

সকলে। তারিফ! তারিফ!

নূরমহম্মদ। বসুন—বসুন, নবাব বাহাদুর! ওহে বাতাস—বাতাস।

সকলে। বাতাস! বাতাস!

পীরমহম্মদ। এক চুমুক সিরাজি খান!

খোদাবক্স। আমোদ চলুক্—আমোদ চলুক্।

সকলে। আমোদ চলুক্।

নর্ত্তকীদ্বয়ের গীত।

আমার বুকভরা এ ভালবাসা কারে দিব বল না।
কারে দিব বল না সই, কারে দিব বল না ॥
মনে যার নাই ছলনা,
তার পায়ে প্রাণ বিকায়ে দে না ;—
প্রতিদান চাই না প্রেমে, ভয় করি সই প্রতারণা ॥

পীরমহম্মদ। আয় হায়! গুলিস্তান, পরেস্তান, কবরস্থান!

(গুলফন বিবির প্রবেশ)

গুলফন। হায়রাণ, পরেশান্! জুতেসে কর লবেজান্!

নুরমহম্মদ। ইয়া আল্লা! সব মাটি!

গুলফন। আঁটকুড়ির বেটিরা! এখানে ভালবাসা বিলুতে এসেছে! জুতোর চোটে ভালবাসা ভুলিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া ত'!

খোদাবক্স। হাঁ—হাঁ গুল্ফন্ কর কি! একেবারে ফৌজী সিপাহী হ'য়ে এলে যে!

নর্ত্তকীদ্বয়। ক্যয়সী-আফদ্! ক্যয়সী-মুসীবৎ!

[নর্ত্তকীদ্বয়ের প্রস্থান।

গুলফন। হতচ্ছাড়া মিন্সেরা! পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গতে এসেছ!

পীরমহম্মদ। নবাব বাহাদুর! সিরাজির নেশা ছুটে গেল!

গুলফন। হায় রে নসীব! সরাইওয়ালা আবার নবাব বাহাদুর হয়েছেন!

খোদাবক্স। পেয়ারে গুলফন! পারস্যদেশের সিরাজী, বাহান্ন টাকা বোতল। এ নেশা চটিও না গুলফন—এ নেশা চটিও না! মহা-পাতক হবে!

গুলফন। সিরাজি দিয়ে ভূত-ভোজন হ'চ্ছে বটে! তা'র সঙ্গে এই চটি জুতোর চাটনি চলুক, তবে ত' মজবে ভাল!

নুরমহম্মদ। ইয়ারোঁ, জান্ বচাও! বড়হি জবরদস্ত হয়!

[খোদাবক্স ও গুল্ফন্ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

খোদাবক্স। গুল্ফন্ কর্‌লে কি! ইজ্জৎটা একেবারে বিগ্‌ড়ে দিলে!

গুলফন। ওরে আমার ইজ্জৎওয়ালে! এরই মধ্যে সব ভুলে গিয়েছ? যে দিন আমার রূপার নাকছাপিটা বিক্রী ক'রে সাড়ে তিন টাকা পুঁজী নিয়ে সেই খেজুর বনের ধারে তাড়িখানার পাশে চাটের দোকান খুলে দু'জনে বসি, সে দিনের কথা আজ আর মনে নেই বুঝি? খোদা যে সেই দুঃখ-কষ্ট ঘুচিয়ে আজ এই ধন-দৌলৎ দিয়েছেন, সে সব কি এই হারামখোর খোসামুদেগুলোর পেট ভরাবার জন্যে! টাকা যদি এতই কামড়াচ্ছে,—অনেক ভদ্র গেরস্ত লোক দু'বেলা পেট

ভ'রে খেতে পাচ্চে না, তা'দের উপকার কর ; গরীবকে খয়রাৎ কর, দেশের ভাঙ্গা মস্‌জীদ্‌গুলো মেরামৎ করে দাও ; দশ জন খেটে খেতে পায় এমন সব ব্যবসা খুলে দাও ! তা' নয়,—এখানে সিরাজির ফোয়ারা ওড়াচ্ছেন ! ছি—ছিঃ !

খোদাবক্স। ঈস্‌ ! তুমি যে দেখ্‌ছি মৌলবি নুরুল হোসেন এলে ! আমার টাকা আমি ওড়াচ্চি, তোমার তা'তে কি ! এই এতগুলো দোস্ত লোকের কাছে, আজ কি না আমার ইজ্জৎ নষ্ট করলে ! মর মর যাউঙ্গা,—মর মর যাউঙ্গা !

গুলফন। ওহো ! এত ইজ্জৎ কবে থেকে হ'ল রে, সরাইওয়ালে ? মুরগীওয়ালে, কাট্‌লেট্‌ওয়ালে, পেস্তাওয়ালে, ডালিমওয়ালে——

(কাবাবের প্রবেশ)

কাবাব। কাবলেওয়ালে ! ভেড়ীওয়ালে !

গুলফন। ওরে বেটা টিকৃটিকির বাচ্ছা, তুই কে রে ?

কাবাব। একজন মস্ত মাতব্বর খদ্দের ! খাতির করে কথা কও।

খোদাবক্স। খাবি ত' এক পয়সার লেড়ো বিস্কুট্‌ আর দু'পয়সার কাফি ! তা' এখানে মুরুব্বিয়ানা চাল ছাড়্‌তে এসেছিস্‌ কেন ? যা—যা ছোঁড়া, কাফিখানায় যা !

কাবাব। কাবুলেওয়ালে মিঞা ! মিঠে আওয়াজটা শুন্‌তে পাচ্ছ ত' ? স্রধু বকেয়া সেলাই নয়, দস্তুর মত আস্‌রফি !

গুলফন। খদ্দেরের সঙ্গে কি অমনি ক'রে কথা কয় ? এত ধনদৌলৎ হ'ল কোথা থেকে ? এই খদ্দেরের মেহেরবাণীতে ত' ! (কাবাবকে) ব'ল ত' যাদুমণি কি খাবে, আমি সব আনিয়ে দিচ্চি !

কাবাব। কাবুলেগিন্নি ! এক সান্‌কি উটের মিটুলি দাও।

খোদাবক্স। তা'র যে অনেক দাম রে !

কাবাব। আওয়াজটা শুন্‌ছ ত' ?

গুলফন। আহা, তুমি থামো না গা ! তা'র পর যাদুমণি ?

কাবাব। এক সান্‌কি আর্‌বি দুম্বার হাঁড়ি-কোপ্তা।

খোদাবক্স। বাপ্ ! এ যে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি ! বলি ওহে মাতব্বর, এই যে লম্বা লম্বা ফর্দ্দ হাঁক্‌চো, এত টাকা পেলে কোথা থেকে বল দেখি।

কাবাব। কাবুলেওয়ালে মিঞা ! ব্যবসা বুঝি তুমি একাই কর ? আমারও ব্যবসা-ট্যাবসা আছে।

খোদাবক্স। কি রকম—কি রকম !

কাবাব। ওঝাগিরি ! ভূত ছাড়াবার কবচ যা আমার কাছে আছে, এমন আর দুনিয়ায় কোথাও পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, পাঁচ সাতটা জিন্ ত' হামেসাই আমার হুকুমের গোলাম হ'য়ে রয়েছে !

খোদাবক্স। অ গুলফন ! মুরুব্বি বলে কি গো !

গুলফন। খোদাই কুদ্রৎ ! হ্যাঁ যাদু, তা' এ বিদ্যে শিখ্‌লে কোথা থেকে ?

কাবাব। কাবুলেগিন্নি ! সে অনেক কথা। বাইশ বচ্ছর গোরস্থানে ফকিরি নিয়ে বসে ছিলুম।

খোদাবক্স। ওরে, তোর বাপের বয়স যে বাইশ বচ্ছর নয় রে !

কাবাব। কাবুলেওয়ালে মিঞা ! তখন আমায় দেখনি ত' ! তখন আমার এই এত বড় দাড়ি ছিল !

খোদাবক্স। ওরে বাবা রে !

কাবাব। জিনেরা আমাকে খোকা করে দিয়েছে।

খোদাবক্স। অ গুলফন !

গুলফন। জিনেরা সব পারে গো—সব পারে! (কাবাব) খোকামণি, যাদুমণি,—আমার খালিলকে একটা কবচ দেবে বাবা, যা'তে ওর কাজকর্ম্মে মন লাগে? তোমায় আমি রোজ উটের মিটুলি খাওয়াব, বাবা!

কাবাব। হ্যাঁ—হ্যাঁ, জিনের কাছে খবর পেয়েছি, তোমার ছেলের উপর একটা মাদী হুর নজর দিয়েছে!

গুলফন। (সক্রন্দন) ওগো মাগো,—কি হ'বে গো!

খোদাবক্স। ইন্‌শা আল্লাহা!

কাবাব। উতলা হ'য়ো না কাবুলেগিন্নি! ছেলের বিয়ে দাও, সেরে যাবে। একটু জবরদস্ত দেখে বৌ ক'রো, তা' হ'লে কোনও বেটী হুরী তা'র কাছে ঘেঁস্‌তে পার্‌বে না!

গুলফন। অ খোকামণি, বিয়ের নামে যে সে তিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠে!

কাবাব। ঐ ত' লক্ষণ!

খোদাবক্স। চব্বিশ ঘণ্টাই ইড়বিড় বকে, আর কাগজে হিজিবিজি লেখে!

কাবাব। দেখ, এই কাগজখানায় ফয়েজ লেখা আছে। এইখানা তোমার ছেলের গলায় বেঁধে দিও, তা' হ'লে মতিগতি ভাল হ'বে। কিন্তু বলে' দিও যে বিয়ের আগে যেন কাগজখানা না পড়ে!

গুলফন। দাও খোকামণি, খোদা তোমার ভাল করুন! আবার তোমার দেখা পা'ব কোথায় যাদুমণি?

কাবাব। কাবুলেগিন্নি! তোমাদের সঙ্গে যখন দোস্তি হয়ে গেল, তখন হামেশাই আস্‌বো।

গুলফন। খোকামণি! আমার মিঞাকে একটা কবচ দাও, যাতে ও'র হারামখোর খোসামুদেগুলো আর না ঘাড়ে চাপে।

কাবাব। তা'র দাওয়াই ত' তোমার পায়েতেই রয়েছে! এক একটাকে

ধ'রে—ইয়েঁ। জুতা, ইয়েঁ। জুতা,—গুণে পঁচিশ ঘা ক'রে লাগাও, বেটারা খোরাসান ছেড়ে চম্পট দেবে।

খোদাবক্স। ও বাবা! এ বেটা যে আবার উস্‌কে দেয়! অ বে ওঝেকে বচ্চে, ক্যায়া অটর-সটর বক্ রহা হয়!

কাবাব। জিন্ আ যাও, পকড় লে যাও! হুঁ——

খোদাবক্স। ওরে বাবা রে!

[বেগে প্রস্থান।

কাবাব। কাব্‌লেগিন্নি! শিগ্‌গির উটের মিটুলি দাও, জিন্ এলো ব'লে।

গুলফন। খোকামণি—যাদুমণি! এস বাবা, সঙ্গে এস। জিন্ ডেকো না, বাপ্ আমার!

কাবাব। জিন্ চলি যাও! জিন্ চলি যাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

(মালিক ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রাহিম। বিমারি হয়, বিমারি হয়,—দুনিয়া ভর্‌মে সর্ফ বিমারি হয়। ছুটে বেড়াও—বুকের বিমারি হয়, চুপ ক'রে বসে থাকো—যক্বতের বিমারি হয়! ভাল খাও—বিমারি হয়, নহি খাও—তওভি বিমারি হয়! খাক্ হয়—পথর হয়! অরে অয় কবাব—কবাব। ব্যস্, কাণকি বিমারি হয়! অরে অয় ইম্‌লি—ইম্‌লি!

নেপথ্যে ইম্‌লি। ময় আতি হুঁ!

ইব্রাহিম। ময়—আতি—হুঁ! একদম বিমারি হয়! দুনিয়া ভরমে জিৎনি

হকিম হয়—সব উল্লু, অউর্ উন্‌কি দাওয়াই হয়—গিরগিট্‌কী সুরুয়া। পনের বছর আগে একবার আমার—বদ্‌হজ্‌মিকী বিমারী হুই। হকিম সাহেব এলেন চিকিৎসার জন্য, দিয়ে গেলেন—এক চমচ্ গিরগিট্‌কী সুরুয়া, আর বলে গেলেন—খাট্টা চিজ্ নহি খাও! এ দিকে চাট্‌নি না হ'লে আমার খাওয়াই হয় না! তখন, এগারো টাকা দিয়ে এই ছুঁড়িটাকে কিনে', নাম রাখ্‌লুম—'ইম্‌লি'। চাট্‌নি খাবার ইচ্ছে হ'লেই ছুঁড়িটাকে ডাকি—ইম্‌লি!

নেপথ্যে ইম্‌লি। আতি হুঁ।

ইব্রাহিম। আতি হুঁ! অরে, তুঝে কৌন্ উল্লুনে বোলায়া? আমি বল্‌ছি ছুঁড়ির নামের ইতিহাসটা, নেপথ্যে বলে উঠ্‌লো—আতি হুঁ! ব্যস্,—অকল্‌কী বিমারি হয়! পাঁচ বছর আগে একবার আমার যকৃতে বেদনা হয়। হকিম সাহেব ব্যবস্থা দিলেন—গির্‌গিট্‌কী সুরুয়া, আর বলে গেলেন—'কাবাব নহি খাও'। অব্ খাউঁ ক্যায়া,—ঘাঁস্ ইয়া ভুষা? বাজারসে লড়্‌কা খরিদ লিয়া, আউর্ নাম রখ্‌খা "কাবাব"। যব্ যব্ ভূখ্ মালুম্ হো, লড়্‌কেকো পক্‌ড়ে' আউর্ উস্‌কা মুহ চাটা করেঁ! বিমারি হয়! অরে ইম্‌লি—অয় ইম্‌লি!

(ইম্‌লির প্রবেশ)

ইম্‌লি। জী হুজুর!

ইব্রাহিম। ইৎনি দের কেঁওরে? তেরি পয়েরকি বিমারি হয়! যাও হকিম সাহাবকী পাশ, আউর্ ছুছুন্দর্‌কী তেল মালিশ করো!

ইম্‌লি। জী হাঁ!

ইব্রাহিম। জী হাঁ! অরে খড়ী কেঁও?

ইম্‌লি। মালিক সাহাব!

ইব্রাহিম। হাঁ—আঁ!

ইম্‌লি। তুমি দেখ্‌বে কেবল বিমারি, আর তোমার হকিম সাহেব দেবে ছুছুন্দর্‌কী তেল অউর্ বন্দরকী গোস্ত। কিন্তু দোস্ত মহম্মদ বাবুর্চি যে পালিয়েছে, তা'র উপায় কি হবে? আমি কি অমনি দেরি কর্‌ছিলুম, তোমার জন্য সাবুদানার পায়েস্—রাঁধ্‌ছিলুম্।

ইব্রাহিম। বাবুর্চি পালায়! বুরী বাৎ হয়! দোস্ত মহম্মদ পালালো কেন? কুছ্ বিমারি হুয়া! জরুর কুছ্ বিমারি হুয়া!

ইম্‌লি। না—না, বিমারি-টিমারি নয়! সাহাবজাদী তা'কে আণ্ডার আম্‌লেট্ রাঁধ্‌তে বলেছিল, কিন্তু খাবার সময় দোস্ত মহম্মদ এনে দিলে উচ্ছে ভাজা! তাই সাহাবজাদী রেগে তা'র একটা কান কেটে দিলে,—দোস্ত মহম্মদ অমনি চম্পট্ দিলে! বল এবার—বিমারি হয়!

ইব্রাহিম। অলবৎ বিমারি হয়!

(জিনতের প্রবেশ)

জিনৎ। অলবৎ বিমারি হয়!

ইম্‌লি। বড় মানুষের বিচার বটে! তা'র কাণটাও কেটে দিলে, আবার বিমারিও হ'ল?

জিনৎ। হ'ল বই কি! যে কাণে আমলেটের বদলে উচ্ছে ভাজা শোনে, সে কাণ থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি!

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! যা'ক্—যা'ক্, দোস্ত মহম্মদ গিয়েছে ভালই হ'য়েছে। একবর্ণও কবিতা বুঝ্‌ত' না!

ইম্‌লি। বাবুর্চিগিরি ক'র্‌তে হ'বে, আবার কবিতাও বুঝ্‌তে হ'বে?

ইব্রাহিম। অলবৎ হ'বে! কবিতাতেই ত' মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ সকাল থেকে কবিতা শুনি নি', পিলে টন্ টন্ ক'র্‌ছে!

জিনৎ—জিনৎ, পিলেটা টিপে ধর! গেল—গেল—গেল—গেল! ওঃ হো—বিমারি হয়!

জিনৎ। বাবা,—কবি ফিরেস্তা ব'লেছেন—

ইব্রাহিম। হাঁ—হাঁ, ফিরেস্তা কি ব'লেছেন বেটি?

জিনৎ। কণ্টক না হ'ত যদি গোলাপ ফুলেতে।
এত যত্ন কে করিত গোলাপ তুলিতে॥

ইব্রাহিম। আরে পগ্‌লি, ও কথা ত' ওমার খায়ুম লিখে গেছে!

জিনৎ। না বাবা, ফিরেস্তা লিখে গেছেন।

ইব্রাহিম। আবার নেই-আঁক্‌ড়াপণা করে! এখনই আমার পিলে টন্ টন্ করে উঠ্‌বে! উহুহু, বিমারি হয়!

ইম্‌লি। ঐ গো,—বিমারি হয়! অ সাহাবজাদী, তোমার পায়ে পড়ি—বল ওমার খায়ুম লিখেছিল।

জিনৎ। ওমার খায়ুম বই কি? ফিরেস্তা।

ইব্রাহিম। ফিরেস্তা গাধা!

(মুন্সী মহবুবের প্রবেশ)

মহবুব। জী হুজুর।

ইব্রাহিম। জী হুজুর! তুঝে কৌন্ উল্লুনে বোলায়া?

মহবুব। এই যে হুজুর 'গাধা' ব'লে চেঁচালেন। ঐ নামেই ত' আমায় আপনি ডেকে থাকেন!

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! মুন্সী মহবুব, তুম্ একদম্ গধহা হয়।

মহবুব্। জী হুজুর।

জিনৎ। বাবা,—মুন্সীজী এসেছেন, ভালই হ'য়েছে! দু'টো কবিতা রচনা ক'রে শোনাতে বল। তোমার পিলে টন্ টন্ ক'র্‌ছে, কবিতা শুন্‌লে মেজাজ দুরস্ত হ'য়ে যাবে!

ইব্রাহিম। মুন্সী মহবুব!

মহবুব। হুজুর!

ইব্রাহিম। ভূমিকম্প সম্বন্ধে চট্ ক'রে একটা কবিতা বেঁধে ফেল।

মহবুব। জগঝম্প ভূমিকম্প দোলায় ধরণি।

যথা—আঁতুড়ঘরে ধায়ের কোলে দোলে খোকামণি॥

ইব্রাহিম। ওরে গাধা! এ কি রকম কাব্য রে?

মহবুব। হুজুর! এ হ'চ্ছে হঠাৎ কবির কাব্য।

জিনৎ। এই বিদ্যে নিয়ে মুন্সীগিরি কর্‌তে এসেছ? বাবা, এখনই এ'কে চাকরি থেকে খারিজ ক'রে দাও!

ইম্‌লি। এর চেয়ে খোদাবক্স সরাইওয়ালার ছেলে যে ভাল কবিতা লেখে।

ইব্রাহিম। এঁ্যা! বলিস্ কি রে ইম্‌লি? বিমারি হয়! ইব্‌লিস্—অয় ইব্‌লিস্!

(ইব্‌লিসের প্রবেশ)

ইব্‌লিস্। জী হুজুর!

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! ওরে,—খোদাবক্সের ছেলে এর চেয়ে ভাল কবিতা লেখে, আর এ গাধাটা এখনও আমার অন্ন ধ্বংসাচ্ছে! তুই কি অন্ধ হ'য়ে ব'সে আছিস্?

ইব্‌লিস্। তাও কি হ'তে পারে হুজুর!

ইব্রাহিম। অলবৎ হ'তে পারে। ইম্‌লি ব'ল্‌ছে, জিনৎ ব'ল্‌ছে! বিমারি হয়!

ইব্‌লিস্। হুজুর! মুন্সী মহবুবের মত কবি ইস্পাহানেও নাই!

ইব্রাহিম। ইব্‌লিসের মত গাধা ইস্পাহানে নাই।

মহবুব। শুনুন জনাব!

ইব্রাহিম। বিমারি হয়!

(কাবারের প্রবেশ)

কাবাব। অলবৎ বিমারি হয়! এই নিন্ হুজুর, দাওয়াই হাজির।

ইব্রাহিম। খাইয়ে দে কাবাব, খাইয়ে দে! সব বিমারি হয়!

কাবাব। খায়ি লো, মুন্সীজী—খায় লো!

মহবুব। ইস্‌মে ক্যায়া হয়, ভইয়া?

কাবাব। গির্‌গিট্‌কী শুরুয়া! খায় লো মুন্সিজী,—খায় লো!

মহবুব। তোবা—তোবা! মালিক সাহাব, এই রইল আপনার চাকরি, দোয়াত আর কলম। রইল আপনার খোরাসান আর ইস্পাহান। বাপ্ রে বাপ্, গির্‌গিট্‌কী সুরুয়ে সে বঁচাও জান্!

[পলায়ন।

ইব্‌লিস্। (স্বগতঃ) এ ছোঁড়া আমাকেও না দাওয়াই খাওয়ায়! (প্রকাশ্যে) মালিক সাহাব, মুন্সিজী পালায় যে! ধর্—ধর্—ধর্—ধর্—

[প্রস্থান।

জিনৎ। ইম্‌লি রে—বহিন্ রে! এইবার বুঝি আমাদের পালা। যা' হয় একটা বুদ্ধি কর্!

ইম্‌লি। মালিক সাহাব!

ইব্রাহিম। হাঁ—আঁ! বিমারি হয়!

জিনৎ। ইম্‌লি রে!

ইম্‌লি। বিমারির জন্য ত' হকিম র'য়েছে, দাওয়াই র'য়েছে! কিন্তু, বাবুর্চি আর মুন্সী দুই ত' পালালো! রাঁধেই বা কে, আর কবিতাই বা লেখে কে?

ইব্রাহিম। বুরী বাৎ হয় !

কাবাব। হুজুর ! ও সব আমি ঠিক্ ক'রে দিচ্চি। তা'র জন্য ভাব্‌বেন না ! আগে এদের দাওয়াইটা খাইয়ে দেওয়া যা'ক্ !

ইব্রাহিম। হাঁ—হাঁ ! ঠিক্ বাৎ—বিমারি হয় !

জিনৎ। ওরে কাবাব, তোর পায়ে পড়ি !

কাবাব। থাও সাহাবজাদী ! সেই বামাল চালানের বখ্‌সিস্‌টা বাকি রেখেছ, মনে আছে ?

ইম্‌লি। ওরে, আজই পাবি রে !

জিনৎ। ওরে, কবিতার দিব্যি আজই পাবি !

কাবাব। আচ্ছা,—ছুটে পালাও।

ইম্‌লি ও জিনৎ। তোবা—তোবা !

[উভয়ের প্রস্থান।

ইব্রাহিম। পালালো যে রে !

কাবাব। যা'বে কোথা হুজুর ! ম'লে নিস্তার নাই, আগে দাওয়াই খাইয়ে তবে মর্‌তে দিব !

ইব্রাহিম। বুরী বাৎ হয় ! বাবুর্চি আর মুন্সী দুই গেল যে রে !

কাবাব। হুজুর, কিছু ভাবনা নেই ! একটা ইস্তাহার জারি ক'রে দেবো, দেখ্‌বেন যে দরখাস্তোর চোটে বাড়ি ভরে যাবে। বড় বড় আমীর লোকের ছেলে দরখাস্ত ক'র্‌বে !

ইব্রাহিম। আমীর লোকের ছেলে দরখাস্ত ক'র্‌বে কি রে !

কাবাব। হুজুর, শুধু কি তাই ! আবার দশ বিশ হাজার জমা দিয়ে চাকৃরি ক'র্‌বে !

ইব্রাহিম। বিমারী হয় ! কাবাব—তেরেভি-বিমারি হয় !

কাবাব। হুজুর, বিমারি নিশ্চয় ! কিন্তু আমার নয় হুজুর, বিমারী হ'য়েছে

ঐ বড়মানুষের ছেলেদের। যে টাকাটা জমা দিয়ে তা'রা ৫০—৬০ টাকা মাইনের চাক্‌রি করে, সেই টাকা ব্যবসায় খাটালে অনেক গেরস্তর ছেলে তাদের কাছে প্রতিপালন হ'তে পারে! আপনি একটা দাওয়াইখানা খুলে দিন্ হুজুর, আর আমি ঐ বিমারিওয়ালা বড়লোকের ছেলেগুলোকে ধরে এনে গির্‌গিট্‌কী শুরুয়া খাওয়াই!

ইব্রাহিম। বুরী বাৎ হয়! আচ্ছা, তুই আগে একটা বাবুর্চি আর একটা মুন্সী নিয়ে আয়। দাওয়াইখানার ব্যবস্থাটা আমি শিগ্‌গির ক'র্‌ছি।

কাবাব। বহুৎ আচ্ছা, হুজুর!

[প্রস্থান।

ইব্রাহিম। দুনিয়া ভরমে সর্ফ বিমারি হয়!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

খোদাবক্সের সরাই

(খোদাবক্স, গুলফন বিবি, খরিদদারগণ ও পরিচারিকাগণ)

পরিচারিকাগণের গীত।

মজ্‌গুল্ মুসাফেরখানা।
খাও, পিও, মজা উড়াও, হরদম্ দিল্ বহলানা॥
কুর্ম্মা কারি বাহ বলিহারি,
আর্‌বী তুম্বাকী তরকারি;—
ক্যায়া রসিলী উট্‌কী মিট্‌লি, কিস্‌মিস্ অউর বিদানা॥

দারু শম্পিন, শরবৎ রঙ্গীন্,
পিও, গাও ঠুংরি চম্‌কিন্,
তুম্ তানা না না না না, নাদর দরনা তাদর তানা ॥

গুলফন। তোমরা যে হাঁ ক'রে কেবল গানই শুনচ! কিছু খাও।

১ম খরিদ্দার। গুলফন বিবি! বলি, এই খোরাসান সহরে কি কাফি-খানার অভাব আছে, যে তোমাদের এখানে আমরা রোজ এসে জুটি? তোমার এখানে যে এত খদ্দেরের জমায়েৎ হয়, সে কেবল এই মুনিয়া পাখির ঝাঁকটি পুষে রেখেছ ব'লে বইত নয়! আহা—কি মজেদার বুলি রে!—পচি পচি পু,—পু পচি পচি পু পু, পচি পু—পু—পু!

২য় খরিদ্দার। খোদাবক্স মিঞা! সিরাজি বোলাও—সিরাজি বোলাও।

খোদাবক্স। সিরাজি লে আও—সিরাজি লে আও।

(পরিচারিকাগণের মদ্য-বণ্টন)

গুলফন। কালের মাহাত্ম্য দেখ! এখন আর কেউ খোরাক চায় না, চটক দেখেই ভুলে থাকে।

(কাবাবের প্রবেশ)

কাবাব। ঠিক্ ব'লেছ কাব্‌লেগিন্নি! এখনকার লোক সব—বাদ্‌লা পোকার জাত। তোমার সরাইখানার ভিতরে যাই থাক্ না কেন, বাহিরে গোটা দুই রগরগে আলো টাঙ্গিয়ে দাও, খদ্দের নিশ্চয়ই জুটবে। তা'র পর, ভিতরে তে-বাসটে নাল হড়হড়ে আলু চচ্চড়ি চক্‌চকে সান্‌কিতে সাজিয়ে দাও, সোনা-হেন মুখে তাই খেয়ে বাড়ি যাবে। সব বাদ্‌লা পোকা!

গুলফন। এই যে, খোকামণি এসেছ! এত দিন কোথা ছিলে যাদুমণি?

১ম খদ্দের। এ নেংটি ইঁদুরটা আবার কে হে?

কাবাব। কাবুলেগিন্নি! এ ক'দিন বড়ই ব্যস্ত ছিলুম। তুর্কস্থানের এক মস্ত ওম্‌রাহের মেয়েকে ভূতে পায়। আমার কাছে চিকিৎসা করাবার জন্য ওম্‌রাহ সাহেব মেয়েকে নিয়ে এই সহরে উপস্থিত। ওঃ, ক' দিন কি কম খাটতে হয়েছে!

গুলফন। হাঁ খোকামণি, ভূত ছেড়েচে ত?

কাবাব। ছাড়বে না? আমার কাছে মামদোবাজী!

২য় খদ্দের। ওহে বড়লোকের বাড়ীর ওঝা! আলাপ করতে হ'বে।

গুলফন। তোমার হাতযশ আছে বই কি যাদুমণি! সে দিন যে ওষুধ ব'লে গিয়েছিলে, একদিন সেই ওষুধ দিতেই অনামুখো খোসামুদে-গুলো আর এ পাড়ায় ঘেঁসে না!

কাবাব। হুঁ হুঁ! কেমন, ব'লেছিলুম কি না।

গুলফন। তা'—খোকামণি কিছু খাও টাও!

কাবাব। আজ আর কিছু খেতে ইচ্ছে নাই, কাবুলেগিন্নি! তবে, সে দিন তোমার ঘরে গোটা-দশেক বেঙের ছাতা জলপায়ের তেলে জরানো আছে দেখেছিলুম। গোটা কতক দিতে পার ত' খাই।

খোদাবক্স। অবে ওঝেকে বচ্চে! সে জিনিষ যে এ দেশে জন্মায় না রে। আমি নিজে খাবার জন্য লিস্‌বন সহর থেকে আনিয়েছি।

গুলফন। চুপ্ রহো বেইমান! খোকামণির ওষুধে ঐ উনুনমুখো খোসা-মুদেগুলো গিয়ে অবধি কত খরচা কমে গেছে বল দেখি! দু'টো বেঙের ছাতা খাওয়াতে মরে গেলেন! যাদুমণি, তুমি এস বাবা। আমি ততক্ষণ সে গুলো তয়ের করিগে!

[প্রস্থান।

খোদাবক্স। আফদ আয়া, আফদ আয়া! মর মর যায়ুঙ্গা!

২য় খদ্দের। আরে খোদাবক্স মিঞা, চটো কেন? বড়লোকের বাড়ীর ওঝা, বড় যে সে লোক নয়! সিরাজী বোলাও, সিরাজী বোলাও!

খোদাবক্স। ভূত বোলাও! মাম্‌দো বোলাও! আয় হায়, ময় মর যায়ুঙ্গা।

১ম খদ্দের। ঘর্‌রেওয়ালী! সিরাজি লে আও।

কাবাবের গীত।

যৌবন্ কী দেখো বাহার,—

বাহার মেরে প্যায়ারে যৌবন্ কী দেখো বাহার॥

তেলা ফুলেলা, বেলা চামেলি,

মোতিকে হার্ সিঙ্গার,

সিঙ্গার মেরে প্যারে যৌবন্‌কী দেখো বাহার॥

ইস্ মুসাফেরখানে মে, কেয়া কেয়া বিকতু হয়—

নওয়ালা যোবন্ বেশুমার,

শুমার মেরে প্যারে যোবন কী দেখো বাহার॥

লে—লো অশর্‌ফি, লে—লো কলেজা—

দেনেকে লিয়ে তৈয়ার,

তৈয়ার মেরে প্যারে যোবন কী দেখো বাহার॥

১ম খদ্দের। ওঝা মিঞা, গোস্তাকী মাফ্ হো! এক হাত সতরঞ্চ চল্‌বে?

কাবাব। আপত্তি নেই দোস্ত। আমি কিন্তু দু' অশর্‌ফির্ কমে বাজি ধরি না।

২য় খদ্দের। কহো ইয়ার, মৌজের জন্য কিছু আনিয়ে দিব?

কাবাব। কোনও দরকার নেই বন্ধু। ধর, ডবল চাল—বড়ে আর গজ।

১ম খদ্দের। ও বাবা, একেবারে পাকা খেলোয়াড়! দোস্ত, এক পেয়ালা সরবৎ খাও।

কাবাব। দোস্ত! এত খাতির ক'র্‌ছ কেন বল ত'। প্রথম পরিচয়ে এত মাখামাখি ত' ভাল নয়, বন্ধু!

২য় খদ্দের। কি জান দোস্ত,—তোমার সঙ্গে আলাপ থাক্‌লে অনেক উপকার! মোক্তার, ডাক্তার আর নাচ-ঘরের মালিক,—এদের সঙ্গে যেচে' আলাপ ক'র্‌তে হয়!

কাবাব। ঠিক্ বলেছ দোস্ত। ঐ আলাপের জ্বালায় অনেকেই এখন এই তিনটে পেশা ছাড়্‌তে পার্‌লে বাচে। নাও—গজের কিস্তি!

১ম খদ্দের। দোস্ত মেরী বড়হী বিচ্ছু হয়!

(গফুরের প্রবেশ)

গফুর। অজি খোদাবক্স মিঞা! অয় ঘবরেওয়ালী, খোদাবক্স মিঞা কাঁহা? আপনাদের মধ্যে খোদাবক্স মিঞা কা'র নাম?

১ম খদ্দের। তু কৌন্ হয় রে?

গফুর। জেণ্ট্‌ময়ন্!

১ম খদ্দের। সে আবার কি রকম জানোয়ার, বাবা!

গফুর। তোমারই মত দুই হাত—দুই পা-ওয়ালা।

২য় খদ্দের। খোদাবক্স মিঞার সঙ্গে কি দরকার হে?

গফুর। দরকার আছে বৈ কি! অনেক দিন আগে এক সহরে বাস করা গিয়াছিল, তাই আজ আলাপ করতে এসেছি।

১ম খদ্দের। তোমার কি কাজকম্ম করা হয়!

গফুর। জেণ্ট্‌ময়ন্!

১ম খদ্দের। পরিচয়ও জেণ্ট্‌ময়ন্, পেশাও জেণ্ট্‌ময়ন্! ব্যাপার কি, বাবা?

কাবাব। আরে দোস্ত, বুঝ্‌তে পার্‌লে না? পেশাহীন ভদ্রলোক উনি,

তাই ভদ্র-ভাষায় ব'লছেন যে "জেণ্ট্‌ মইন্‌"। ডাক্তার, মোক্তার, মুদী, কশাই, শিল্‌বে-জুতিয়ে ইত্যাদি সব পেশারই ত' একটা নাম আছে ; তেমনই,—বেকার পেশার নাম হ'চ্চে "জেণ্ট্‌ মইন্‌" !

সকলে। (হাস্য) শোভানাল্লা !

গফুর। বন্দেগী অরজ ! আপনার অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান, ঠিক্‌ ধাত ঠাউরেছেন ! আপনি কোন্‌ হকিম-রাজ্য থেকে নেমে এসে, আমাদের ছলনা ক'র্‌বার জন্য এই বাচ্‌কানি মূর্ত্তি ধ'রে সরাইখানায় উপস্থিত হয়েছেন ?

২য় খদ্দের। ওঝা সাহেব, আপনাকে চিনে ফেলেছে !

কাবাব। জহুরী না হ'লে কি জহরৎ চেনে, মিঞা ? (গফুরকে) এস দোস্ত, তোমাকে আমার বিশেষ দরকার।

গফুর। আমারও তদ্রূপ। দুনিয়া একেবারে ফাঁকা দেখ্‌চি সায়েব! তিন দিন পেটে কিছু নেই, কিন্তু পিঠে রোজই বিবির পয়জার ঠিক্‌ আছে !

কাবাব। এস—এস, আগে পেট ভরে এক সান্‌কী ইহুদী পোলাও খেয়ে নাও। অয় ঘঘরেওয়ালী, পোলাও আউর সিরাজী !

(গফুরের উপবেশন)

গফুর। তোমার দরকারটা কি রকম, ছোটে মিঞা ?

কাবাব। এই কাগজখানা দেয়ালে টাঙ্গিয়ে পড়, তা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

(কাগজ প্রদান)

গফুর। খোদা মালিক ! দেখি যদি ভূতের ওঝা বরাৎ থেকে বেকার-গিরি ঘুচুতে পারে। (কাগজ টাঙ্গাইয়া পাঠ) আরে বাঃ বাঃ ! "ইস্তাহার। কর্ম্মখালি ! একজন হুঁসিয়ার বাবুর্চি ও একজন সমঝদার

মুন্সী আবশ্যক। বেতন যত লাগে আপত্তি নাই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দরখাস্ত করিবে।" জিতে রহো ছোটে মিঞা!

১ম খদ্দের। ওঝা সাহেব, এ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কে?

কাবাব। তুর্কস্থানের সেই ওমরাহ সাহেব!

গফুর। শোভানাল্লা! বিবিজানকে এইবার সুদে আসলে পয়জারের শোধ দিব, ছোটে মিঞা!

কাবাব। বাহাদুর বটে! এখন চাই কোনটা? বাবুর্চিগিরি না কেরাণী-গিরি?

গফুর। ঐ—ঐ প্রথমটা ছোটে মিঞা! কেরাণীগিরিতে অনেক ঝঞ্ঝাট! কাণমলা, ঠোকর, হাজরিখাতায় সই,—বাপ্ রে! সে অনেক ঝঞ্ঝাট! অত পেরে উঠ্‌বো না, ছোটে মিঞা!

(পরিচারিকার খাদ্য ও মদ্য বণ্টন)

কাবাব। আচ্ছা—আচ্ছা, আগে খেয়ে নাও!

২য় খদ্দের। ওঝা মিঞা, এ দিকে যে দাবা যায়!

কাবাব। কথায় কথায় এড়িয়ে গিয়েছে, দোস্ত। কিছু মনে ক'রো না! এই নাও বড়ের কিস্তি!

সকলে। বহুৎ আচ্ছা!

(খালিলের প্রবেশ ও বিজ্ঞাপন পাঠ)

খালিল। বাঃ, বেশ হ'য়েছে! এই মুন্সীগিরি চাকরিটা পেলে বেশ হয়! নগদ টাকা হাতে পেলে, নাম ভাঁড়িয়ে মালিক ইব্রাহিমের সঙ্গে আলাপ ক'রে জিনতের সঙ্গে সাদী ক'রবার চেষ্টা করা যায়।

১ম খদ্দের। কি পড়্‌ছ হে, সাহাবজাদা?

খালিল। এ চাকরি কোথায় খালি হ'য়েছে, সায়েব?

২য় খদ্দের। তোমার আবার ও রোগ কেন ?

খালিদ। আমার এক বন্ধুর জন্য চেষ্টা কর্‌তে হ'বে।

২য় খদ্দের। ওঝা সাহেব, ঠিকানাটা ব'লে দাও !

খালিল। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ ! এ ছোঁড়া এখানে কেন ? তবে কি ইব্রাহিমের বিজ্ঞাপন !

গফুর। ওহে ছোটে মিঞা !

কাবাব। আমার নাম কেলে-কাবাব।
বাবা কর্‌ত রিফুর কম্ম,
নাম ছিল তা'র সেথ মহতাব ॥

নাও, গজের কিস্তি !

সকলে। বহুৎ আচ্ছা !

১ম খদ্দের। এই ঘোড়া দিয়ে চেপে দিলুম !

সকলে। বহুৎ আচ্ছা !

গফুর। হাঁ হে দরখাস্ত কর্‌তে হবে কোথা, ঠিকানাটা বলে দাও।

কাবাব। কাল সকালে সরকারি বাগানের ফটকে আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌বো, সেইখানে গেলেই আমি তোমাদের সঙ্গে ক'রে ওম্‌রাহ সাহেবের কাছে নিয়ে যা'ব। বাবুর্চি হাজির হবে কখন্ ?

গফুর। ৮ টার সময়।

কাবাব। মুন্সী হাজির হ'বে কখন্ ?

খালিল। ৯ টার সময়।

কাবাব। বহুৎ আচ্ছা। এই নাও ঘোড়ার কিস্তি !

খালিল। (স্বগতঃ) খেলার ঝোঁকে ছোঁড়া ঠাওরাতে পারে নি। এই সময় সরে পড়া যাক্ ! কাল ৯টার সময় একটা পরচুল আর দাড়ি প'রে ছদ্মবেশে যাওয়া যাবে। ছোঁড়া বুঝ্‌তে পার্‌বে না। প্রেম—

প্রণয়! তোমার জন্য বাপের নাম এবং নিজের চেহারা সবই বদ্‌লাতে হয় দেখ্‌ছি।

[প্রস্থান।

কাবাব। সিরাজি চালাও, সিরাজি চালাও! বাবুর্চি ৯ টায় হাজির, মুন্সী ৮ টায় হাজির!

গফুর। ইয়া আল্লা! ছোটে মির্জা, সব উল্টে দিলে যে! বাবুর্চি ৮ টায় হাজির।

১ম খদ্দের। চুপ্ রহো! সেই অবধি ভ্যান্ ভ্যান্ কর্‌ছে! এ দিকে আমি হেরে মলুম।

কাবাব। (গফুরকে) পেটে কিছু পড়েছে ত, এখন চট্‌পট্ সরে পড়। কাল ৮ টায় হাজির হবে, মনে থাকে যেন।

[গফুরের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) সাহাবজাদার নেক্-নজরের উমেদার খালিল মির্জা মনে করেছে আমি ওকে ঠাউরাতে পারিনি। কাবাবের নজর এড়ায় এমন মরদ এখনও জন্মায় নি। দাঁড়াও বাছ, তোমাকে কল্পনা-রাজ্য থেকে একেবারে ঢেকুচি রাজ্যে টেনে ফেল্‌ছি। এই! সিরাজী চালাও।

পরিচারিকা। অনেক টাকা পাওনা হ'য়ে গিয়েছে!

কাবাব। কুছ্ পরোয়া নেই! মোহরের থলি নাও, বহুরে ওয়ালা!

(থলি প্রদান)

১ম খদ্দের। বে-আদব!

কাবাব। থা'ক্—থা'ক্! নাচো—গাও, দিল্ বহলাও!

(পরিচারিকাগণের মদ্য বণ্টন)

গীত।

দুনিয়াখানা—সরাইখানা, হামে হাল বেচা কেনা।
আছে যা'র সোনা দানা, তারই কদর ষোল আনা;
যখন যা'র বাক্স ভারি,
সবাই বলে বুদ্ধি তারই ;—
ভালবাসা চাঁদীর চাকি, নইলে প্রাণে ভাব থাকে না;
বলিহারি দুনিয়াদারী, আসল মানুষ কেউ চেনে না।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বারান্দা

(মালিক ইব্রাহিম ও কাবাব)

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! বাবুর্চিকী বিমারি হয়, মুন্সিকী বিমারি হয়, অউর কাবাব! তেরেভী বিমারি হয়। দুনিয়া ভর্‌মে সর্ফ বিমারি হয়!

কাবাব। হুজুর, আপনি ব্যস্ত হবেন না। সরকারী বাগানের ধারে আমি লোক দাড়করিয়ে রেখে এসেছি, ৮ টা বাজ্‌লেই মুন্সি আস্‌বে, আর ১০টার সময় বাবুর্চি আস্‌বে।

ইব্রাহিম। একটা চাকরির জন্য ৩৪২ খানা দরখাস্ত আসে,—বুরী বাৎ হয়! দুনিয়ায় এত লোক কেবল চাক্‌রির উমেদার! কাবাব, একদম বিমারি হয়!

কাবাব। হুজুর, বাড় ভারি বিমারি হয়! আজকাল আবার ২।৩ মাসের মাইনে ঘুস্‌ দিয়ে চাক্‌রিতে বাহাল হয়।

ইব্রাহিম। কেঁও রে কাবাব! দেশে হাজার হাজার বিঘে জমি পড়ে রয়েছে, চাষ ক'রে খেলে কি হয় না? গোলামির চেয়ে ত' সে কাজ ঢের ভাল রে!

কাবাব। হুজুর, এখন আর কেউ সে কাজ কর্‌তে চায় না।

ইব্রাহিম। স্বাধীন পেশা কর্‌তে চায় না, এমন কি কারণ হ'তে পারে? আর কিছু নয় কাবাব,—খালি বিমারি হয়!

কাবাব। হুজুর, চাষের কাজ কর্‌লে ভদ্রলোকের ছেলের আজকাল বিয়ে হয় না! মক্কেল-বিহীন মোক্তার, রোগীহীন ডাক্তার, আর গ্রাহকহীন কাগজের সম্পাদক হ'য়ে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ালেও জরুর অভাব হয় না হুজুর! কিন্তু নাঙ্গোল-ধরা পেশা শুনলেই আজকালের মেয়েদের মূর্চ্ছার বিমারি হয়। চাষার জরু হ'তে কেউ রাজি নয়, হুজুর!

ইব্রাহিম। বিমারি হয়। মেয়েদের ধরে এনে দাওয়াই দিলাও কাবাব!

(আরদালির প্রবেশ)

আরদালি। খোদাবন্দ, এক উমেদার হাজির।

ইব্রাহিম। অন্দর আনে দো।

[আরদালির প্রস্থান।

কাবাব। হুজুর, এ ব্যক্তি মুন্সিগিরীর উমেদার। চাকরিতে বাহাল করবার আগে, ভাল রকম পরীক্ষা নিতে হ'বে!

(গফুরের প্রবেশ)

গফুর। আদাব-অরজ খোদাবন্দ! আদাব ওআ সা—

কাবাব। বাস-বাস্! বহৎ বক্‌না নহী, মুন্সিজী। মালিক সাহাবকা ফুরসৎ বহৎ কম হয়! হুজুর, মুন্সিকে একটা কবিতা লিখে আনতে বলা হ'ক্, রচনা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যাবে যে এর দ্বারা কাজ চল্‌বে কি না।

ইব্রাহিম। বহৎ ঠিক্ হয়! আচ্ছা, দপ্তরখানায় পাঠিয়ে দে।

গফুর। আয় হায়! ভূতকে ও ঝেনে বুরী আফদমে ডালা! বাবুর্চিগিরী করতে এসে কবিতা রচনা কি রে, বাবা!

কাবাব। আরদালি!

(আরদালির প্রবেশ)

আরদালি। জনাব!

কাবাব। মুন্সিজীকো দফ্তরথানা দেখ্লাও।

আরদালি। আইয়ে জনাব!

গফুর। সহজে হটচি না বাবা। বেকারগিরী ঘুচোতেই হ'বে!

[আরদালি ও গফুরের প্রস্থান।

ইব্রাহিম। বুরী বাৎ হয়—বাবুচি নহি আয়া! থাবি কি রে কাবাব, থাবি কি?

কাবাব। হুজুর, কাবাব কখনও কাঁচা কাজ ক'রে আসে না। বাবুচিও এলো বলে!

(আরদালির প্রবেশ)

আরদালি। হুজুর! ছুসরী উমেদার হাজির।

ইব্রাহিম। অন্দর আনে দো।

[আরদালির প্রস্থান

কাবাব। হুজুর, এইবার ত' সব ঠিক্? বাবুচিথানা, দপ্তরথানা—দুই গুল্‌জার!

(ছদ্মবেশে থালিলের প্রবেশ)

থালিল। তস্‌লিমাৎ অরজ!

কাবাব। হুজুর, বাবুচি পহুঁচা।

থালিল। (স্বগতঃ) বাবুচি কি রে বাবা!

ইব্রাহিম। ব্যস্! নাম বৎলাও।

থালিল। মৌলভি শথাওয়ৎ হুসেন।

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! একদম বিমারি হয়! বাবুর্চির নাম—মৌলভি শখাওয়ৎ হুসেন! কাবাব, দাওয়াই খিলাও, দাওয়াই খিলাও।

কাবাব। এখনই আন্‌চি, হুজুর।

খালিল। ঠহরো জী, জরিসী ঠহর্ যাও! খোদাবন্দ্, বাবুর্চিগিরীর জন্য আমার নাম হ'চ্চে পীরু মিঞা।

কাবাব। এতক্ষণ তবে দেড়গজ লম্বা একটা নাম বাৎলাচ্ছিলে কেন, মিঞা!

ইব্রাহিম। কাবাব! ভাল ক'রে পরীক্ষা নিয়ে কাজে ভর্ত্তি কর্‌বি। বেশ মালুম হ'চ্চে লোকটার বিমারি হয়। দুনিয়া ভরমে সর্ফ বিমারি হয়!

[প্রস্থান।

খালিল। হায়-হায়! প্রেম—তোমার পাল্লায় পড়ে এ কি হ'ল! কবিতারাজ্য থেকে একেবারে হেঁসেলে পতন!

কাবাব। ওহে পীরু মিঞা!

খালিল। পেয়ারে, এততেও কি তোমায় পাব না? কবির ভাগ্য কি এতই নৈরাশ্যময়!

কাবাব। অবে, অয় বাবুর্চিওয়ালে!

খালিল। না—না পেয়ারে, তোমার আশা আমি ছাড়্‌তে পার্‌ব না। ডুবেছি, না ডুব্‌তে আছি!

কাবাব। অরে উল্লু! (ধাক্কা)।

খালিল। আমায় ডাক্‌ছ?

কাবাব। অনেকক্ষণ ধ'রে! চাক্‌রি পেয়ে যে একেবারে বেহুঁস্ হ'য়ে গেছ! তবু এখনও পাকা বাহাল হও নি'।

খালিল। হেঁসেল কোন্‌দিকে দেখিয়ে দাও!

কাবাব। আগে দপ্তরখানায় পরীক্ষা দেবে চল, তা'র পর তোমায় তুন্দুলে বসাবো! চলে এস।

খালিল। প্রেম! তুমিই সর্ব্বশক্তিশালিনী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান

(জিনৎ, ইমলি ও সখিগণ)

জিনতের গীত।

হে চিত-চোর!

ভুল গ্যায়ো দিলদারী রে চিত-চোর।

হমে ছোড়গ্যয়ো, সুখ লে গ্যয়ো, দুখ দে গ্যয়ো চিত-চোর॥

পিয়া লাগি মোর জাগত জাগত রাতসে ভইল ভোর।

ফুলকী হার শুখল সঁইয়া, আঁখিমে ঝরত লোর, চিত-চোর॥

ইমলি। অত হেদিও না, সাহাবজাদী, অত হেদিও না! লোকে বল্‌বে কি? সেই খোঁড়া ফকিরটার তিনপেয়ে টাট্টুটা মর্‌তেও, সে যে এত হেদোয় নি!

জিনৎ। ইমলি! তাঁর যে কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্চে না, শুন্‌লাম। হা খোদা, ওমরাহ এবং সরাইওয়ালার মধ্যে মনোমালিন্য আছে ব'লে, প্রেমিক-প্রেমিকার অদৃষ্টে এত যন্ত্রণা কেন?

ইমলি। সাহাবজাদী, এইগুলো যে প্রেমের ফাউ!

জিনৎ। পরিহাস রাখ্ ইমলি! তিনি বড় অভিমানী, বাড়িঘর—বাপ-মা ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছেন। আহা, কত কষ্টই হচ্ছে! কে তাঁর সন্ধান ক'রবে, কে তাঁকে ফিরিয়ে আনবে?

ইমলি। ভয় পাচ্ছ কেন, সাহাবজাদী? তিনি ত' আর সত্যি সত্যি বৈরাগ্যের ফকিরি গ্রহণ করেন নি' যে এত ভাবনা! এ'হচ্চে সৌখীন লোকের প্রেমের ফকিরি! তোমার আফিংখোর পায়রাটি সাত সমুদ্র তের নদীর পারে থাকলেও, মৌতাতের সময় ঠিক্ হাজির হ'বে।

জিনৎ। সই! মন যে মানে না।

(কাবাবের প্রবেশ)

কাবাব। সাহাবজাদী—সাহাবজাদী!

জিনৎ। ইমলি! দেখ্, যদি এর কাছে কোন খবর পা'স্।

ইমলি। ওরে কাবাব! খালিল মিঞার কোনও খবর জানিস্?

কাবাব। আরে, সে কাট্‌লেটওয়ালার বাচ্ছার আবার খবর রাখে কে? আফ্রিকা মুল্লুকে কুলি ক'রে চালান দিয়েছে আর কি!

জিনৎ। খোদা, আমার মৃত্যু দাও!

ইমলি। এরই মধ্যে নয়, সাহাবজাদী! আশায় বেঁচে থাক, আশায় বেঁচে থাক।

কাবাব। যকৃতের বিমারি আবার চাগিয়েছে! চিরেতা খাওয়া ইমলি, চিরেতা খাওয়া।

জিনৎ। তোর মুখে ছাই পড়ুক্, পাঁশ পড়ুক্।

কাবাব। কোন' আপত্তি নেই সাহাবজাদী! এখন কাজের কথা শোন। আজ এক নূতন মুন্সী বাহাল করা হবে। উমেদার লোকটা পরীক্ষা

দেবার জন্য একটা কবিতা লিখেছে। এ লোকটা ঠিক কবিতা লিখ্‌তে জানে কি না, তাই দেখ্‌বার জন্য মালিক সাহাব তার এই রচনাটা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তুমি পড়ে বল যে, একে কাজে বাহাল করা যেতে পারে কি না। যা হয় একটা শিগ্‌গির বলে দাও, মালিক সাহাব বসে আছেন!

জিনৎ। ইমলি, তুই পড়ে শোনা। আমার এ জলভরা চ'খে ত' দেখ্‌তে পাব না!

ইমলি। (কাগজ লইয়া পাঠ)।

কোকিলার প্রতি কোকিলের উক্তি।

ওগো পিকরাণী, নিরালা কুঞ্জে
গাহিছ কাহার লাগিয়া।
যোজন হইতে সে স্বর-লহরী
পশিছে হৃদয়ে আসিয়া॥

তুমি, কুসুম পরাগ মাখিয়া অঙ্গে
ছড়ায়ে দিতেছ তান।
আমি, ধূলায় শুইয়া হতাশ-হৃদয়ে
শুনিতেছি সেই গান।

সুপ্ত ধরণী তব কুহুতানে
আকাশে উঠিল শিহরি।
সুনীল গগনে সুধাকর রূপে
ফুটিল ছবিটি তোমারই॥

জিনৎ। ইমলি! সই—সই! (মোহ)।

কাবাব। জহর! জহর! বিষাক্ত কবিতা! বেটাকে কয়েদ কর! কয়েদ কর! মালিক সাহাব!

ইমলি। চুপ্ চুপ্! চেঁচাস্ নি!

জিনৎ। কাবাব! শয়তান, কসাই! আমার সুখের মূর্চ্ছায় বা। সাধ্‌লি!

কাবাব। দাঁড়াও, মালিক সাহাবকে বলে আসি যে কবিতাটা একদ বিষাক্ত! শুন্‌লেই মূর্চ্ছা হয়!

জিনৎ। শয়তান!

কাবাব। ফিরে আসি, তারপর গালাগাল দিও।

জিনৎ। দাঁড়া কমবক্ত! বাবাকে বল্, এ কবিতা অতি চমৎকার।

কাবাব। তবে তোমার মূর্চ্ছা হ'ল কেন?

জিনৎ। তোর মুণ্ডু খাবার জন্য! বাবাকে বল, যত টাকা লাগে এই মুন্সিকে যেন বাহাল করা হয়।

কাবাব। বহুৎ আচ্ছা। (স্বগত) তোমার বরাতে আজও চিরেতা আছে দেখ্‌ছি!

[প্রস্থান।

জিনৎ। ইমলি! বুঝ্‌তে পেরেছিস্ কি?

ইমলি। আমার ত' ভ্যাবাচেকা লেগে গেছে, সাহাবজাদী!

জিনৎ। ইমলি! এ রচনা তিনি ছাড়া আর কে লিখ্‌তে পারে? এই হতভাগিনীর জন্য তাঁকে আজ দাসত্ব স্বীকার করতে হ'য়েছে। আহা, ভাল খাওয়া হ'চ্ছে না, ফুলেল তেল বিহনে নাওয়া হ'চ্ছে না!—

ইমলি। মশার কামড়ে ঘুম হ'চ্ছে না!

জিনৎ। চল্ ইম্‌লি, তাঁর যত্নের একটু ব্যবস্থা করে দিবি চল্।

গীত।

জিনৎ। সই, সে আমার সহিছে কতই যাতনা।

ইমলি। 'চামেলির তেল পায় না মাখিতে, শুইতে নাহিক বিছানা॥

সখীগণ। এত কি প্রাণে সয়—ওলো, এত কি প্রাণে সয়!

জিনৎ। কবিতাকুঞ্জে তিনি পিকবঁধু,

ইমলি। খেয়ে থাকে শুধু কল্পনা-মধু ;—

জিনৎ। সরল যে জন, তা'র প্রাণে কেন দিবানিশি এত বেদনা॥

সখীগণ। এত কি প্রাণে সয়—ওলো এত কি প্রাণে সয়!

[সকলের প্রস্থান ;

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(নুরমহম্মদ ও পীরমহম্মদের প্রবেশ)

পীরমহম্মদ। ওহে নুরমহম্মদ! খোদাবক্সের ছেলেটার শুনছি কোন সন্ধানই হ'ল না।

নুরমহম্মদ। যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল! দোস্তি করতে গিয়েছিলেন এক বেটা ওঝার সঙ্গে! সেই বেটা কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে আর কি! ছেলেটা এতক্ষণে জিনের পেটে হজম হয়ে গিয়েছে!

পীরমহম্মদ। হবে না! সেদিন মাগী আমাদের কি অপমানটাই না ক'রেছে!

নুরমহম্মদ। গুণে পঁচিশ ঘা! বাপ্, মাগীর কব্জির জোরই বা কি! দেড় সের চর্ব্বি মালিশ কর্লুম্, তবু এখনও পিঠের দাগ মিলোয় নি!

পীরমহম্মদ। ওহে—ওহে, খোদাবক্স এই দিকেই আস্ছে যে!

নুরমহম্মদ। চল—চল, সরে পড়া যাক্। দেখা হ'লেই খানিকটা ঘ্যান্-ঘ্যানানি শুন্‌তে হবে!

(খোদাবক্সের প্রবেশ)

খোদাবক্স। দোস্ত তোমরা বোধ হয় শুনেছো যে আমার খালিল আজ দুদিন থেকে নিরুদ্দেশ।

পীরমহম্মদ। নিরুদ্দেশ! গায়েব!

নুরমহম্মদ। মানুষ লোপাট!

পীরমহম্মদ। পুকুর চুরি! বলেন কি নবাব বাহাদুর?

খোদাবক্স। সহর তোলপাড় ক'রে খুজেছি, কিন্তু তার কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি ভাই! একটু তল্লাস করে দেখনা দোস্ত! গুলফন বিবি ত' এ দু'দিন এক কোয়া রশুনও দাঁতে কাটে নি। আর আমি ত পথে পথেই দিন কাটাচ্ছি

পীরমহম্মদ। নবাব বাহাদুর, আপনি নিশ্চিন্দি হয়ে আমোদ-আহ্লাদ করুন! আমরা ঠিক তাকে খুঁজে বার করছি। আমরা কি আপনার যে সে দোস্ত।

খোদাবক্স। তাত বটেই—তাত বটেই! গুলফন বিবি তখন বুঝ্‌লে না! হাজার হোক্, মেয়ে মানুষ কিনা! দোস্ত, আজ আমার বাড়ীতে যেতেই হবে—খালিলকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে এক শান্‌কিতে ইয়ারকি দেবো।

পীরমহম্মদ। নবাব বাহাদুর! কাছেই সরাপের দোকান রয়েছে, এই-

খানেই আমোদের বায়নাটা হয়ে যাক্। নেহাৎ সাদা চোকে তোমার বাড়ী যেতে এদানি কেমন পা ছম্ ছম্ করে!

খোদাবক্স। গুল্‌ফন্ বিবি অতি বে-ওয়াকুফ্! রাগ করো না দোস্ত,—আমার কাছে এখন কুল্লে একটি আসরফি আছে। তাতে আর কি হবে বল! বাড়ী এস, আজ আমোদের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবো!

নুরমহম্মদ। দিন্—দিন্। একটা আসরফিতেই এখন চল্‌বে। চোক্-দু'টো একটু রাঙ্গিয়ে নেওয়া বই ত' নয়।

খোদাবক্স। তবে এই নাও ভাই। (আসরফি প্রদান)

পীরমহম্মদ। নুরমহম্মদ, দেরী কোরো না।

নুরমহম্মদ। চক্ষের নিমেষে।

[প্রস্থান।

খোদাবক্স। তাই ত'! দুটো আঙ্গুর হ'লে হ'ত ভাল। চাটের কিছুই নেই যে!

পীরমহম্মদ। নবাব বাহাদুর, সে জন্য ভাব্‌বেন না! আপনার গান শুন্‌লেই চাটের কাজ হ'বে।

খোদাবক্স। এই পথের মাঝে? ছিছি—নজ্জা কর্‌বে!

পীরমহম্মদ। হ'লেই বা পথের মাঝে! লোকে জানুক যে ছেলে পাওয়া গিয়েছে বলে' নবাব বাহাদুর পথে পথে সিন্নি বিলুচ্ছেন! রূমের বাদশাহ যখন এ খবর শুন্‌বে, তখন তা'কেও একটু খাটো হ'তে হ'বে!

খোদাবক্স। যা' বলেছ দোস্ত!

(বোতল ও গেলাস হস্তে নূরমহম্মদের প্রবেশ)

নূরমহম্মদ। নবাব বাহাদুর, বেড়ে মাল পাওয়া গিয়েছে!

পীরমহম্মদ। নবাব বাহাদুরকে আগে দাও—নবাব বাহাদুরকে আগে দাও! একটু কম করে দিও, বাড়ী পৌঁছাতে পারেন যেন!

খোদাবক্স। তোমরা খাও, তোমরা খাও! (সকলের মদ্যপান)

পীরমহম্মদ। আমোদ হ'ক্ হুজুর, গান চলুক্।

গীত।

খোদাবক্স। সরাপ তোমার তর্ বেতর কার্‌পানি।

কেউ খেতে চায় নিছক্ তোমায়, কেউ বা মেশায় সোডা পানি॥

বোতলেতে ছিপি আঁটা হ'য়ে থাক শান্ত,

পেটে গেলেই খাও তুড়িলাফ্ ওহে প্রাণকান্ত;—

ভিটেমাটি চাটি ক'রে দাও শুঁড়ির ঘরে রপ্তানি।

(শেষে) তোমার প্রেমে ফকির হ'য়ে খেয়ে মরে ভোচ্‌কানি॥

সকলে। বাহবা! কেয়াবাৎ! (প্রস্থানোদ্যত)

খোদাবক্স। কি হে! তোমরা চল্লে যে?

নুরমহম্মদ। বোতল ফুরিয়েছে।

পীরমহম্মদ। তোমার কাছেও ত' উপস্থিত আর রেস্ত নেই। বন্দেগী!

খোদাবক্স। বাড়ী চল—বাড়ী চল খালিলকে নিয়ে একসঙ্গে আমোদ হবে।

নুরমহম্মদ। দুনিয়ায় নয়। বিহিস্তে!

[নুরমহম্মদ ও পীরমহম্মদের প্রস্থান।

খোদাবক্স। হায়—হায়, শেষটা রাহাজানি কর্‌লে রে! বেইমান, শয়তান! এরাই একদিন আমার নাচঘরে দিনরাত পড়ে থাক্‌তো, আর আমার অন্ন ধ্বংসাতো। এরাই আমায় নবাব বাহাদুর করে দিয়েছিল! কেয়াবাৎ দুনিয়ার দোস্তি রে!

(ইব্‌লিসের প্রবেশ)

ইব্‌লিস্। ব্যস্—ব্যস্! কৌঁও চিল্লাতা হয়?

খোদাবক্স। প্রাণের জ্বালায় চেঁচাচ্ছি, কাফ্রি সায়েব! তুমি খামোকা এত মেজাজ গরম করছ' কেন!

ইব্‌লিস্। দিওয়ানা হয়!

খোদাবক্স। এখনও হই নি! কিন্তু দুনিয়ার হালচাল দেখে এইবার বুঝি হ'তে হবে।

(কাবাবের প্রবেশ)

কাবাব। সেলাম জি কাব্‌লে মিঞা! পথের মাঝেই তয়ফা লাগিয়ে দিয়েছ যে।

খোদাবক্স। খোকামণি, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবা! আমার খালিক আজ দু'দিন ধরে' নিরুদ্দেশ। গুলজন বিবি একেবারে তিন-পো মরে' গিয়েছে।

কাবাব। আমিও ত' তাই বলি, কাব্‌লে মিঞা! আমার আন্দাজ কখনও বেঠিক হয়!

খোদাবক্স। হ্যাঁ বাবা খোকামণি! ছেলে আমার বেঁচে আছে ত'?

কাবাব। ভয়ঙ্কর রকম বেঁচে আছে! কিন্তু কাব্‌লে মিঞা, আমি যাকে আঁচ করেছি, সে যদি সত্যিই তোমার ছেলে হয়, তা হলে তার দেড় গজ লম্বা দাড়ি হ'ল কি করে?

খোদাবক্স। ঠিক ধরেছ খোকামণি! আমি খবর নিয়েছি যে পরচুলের দোকান থেকে সে একটা দাড়ি নিয়ে পালিয়েছে। সে এখন কোথায় আছে বলে দাও খোকামণি। আমি ছুটে গিয়ে আমার বুকের ধনকে একবার বুকে চেপে ধরি!

কাবাব। সে এখন নাম বদ্‌লে, মুন্সি গফুর খাঁ হ'য়ে গেছে কাব্‌লে মিঞা!

ইব্‌লিস। বৎলাও কাবাব, শিকার কাঁহা হয়।

কাবাব। রোসো না হাব্‌সি মিঞা! সে এখন তার নাম-চেহারা সব বদ্‌লে ফেলেছে। তাকে সনাক্ত করবে কে!

খোদাবক্স। ওঝে মিঞা! আমি খুব সনাক্ত করতে পারবো, বাবা। বাপের চোকে সে ধূলো দিতে পারবে না। বলে দাও বাবা, কোথায় আছে সে। আমি তোমায় একশো'টা বেঙের ছাতা খেতে দোবো।

কাবাব। এই হাব্‌সি মিঞার মনিব-বাড়ি! তাকে দপ্তরখানায় আটক করে রেখেছো। ইব্‌লিস্, ঠিক্ করে সনাক্ত করিয়ে নিস্।

[কাবাবের প্রস্থান।

খোদাবক্স। (ইব্‌লিসকে) তবে রে শালা!

ইব্‌লিস্। গালি বক্‌তা কেঁও! এক থাপ্পড়ে তোর পাগ্‌লামো ঘুচিয়ে দোবো, জানিস্!

খোদাবক্স। রেখে দে তোর থাপ্পড়, শালা কাফ্রিকা বাচ্ছা! দে শালা, ছেলে দে। ময় মর্ যাউঙ্গা!

ইব্‌লিস্। মর্ যাউঙ্গা কি রে শালা! এ শালা বদ্ধ পাগল দেখ্‌ছি!

খোদাবক্স। পাঁচ শালাতেই ত' পাগল করেছে রে, শালা কাফ্রিকা বাচ্ছা। ছেলে দে-শালা, ছেলে দে। ময় মর্ যাউঙ্গা!

ইব্‌লিস্। আগে সনাক্ত কর্, শালা! তারপর "মর্ যাউঙ্গা"।

খোদাবক্স। ময় মর্ যাউঙ্গা। ছেলে দে, শালা-ছেলে দে।

ইব্‌লিস্ চল্ শালা, সনাক্ত কর্‌বি চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দালান

(ইব্রাহিম ও ইম্‌লির প্রবেশ)

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! জিনংকা বিমারি হয়, আউর ইম্‌লি-তেরিভী বিমারি হয়!

ইম্‌লি। কেন মালিক সাহেব, আমার কথাটা কি মন্দ? আমীর ওমরাহের ছেলের সঙ্গে জিনতের বিয়ে দিয়ে আমাদের কি লাভ বলুন। তা'রা না জানে একটা কবিতা লিখ্‌তে, না জানে স্ত্রীকে ভালবাস্‌তে! বড়লোকের বৌ হ'লে জিনৎ অবশ্য হীরে জহরৎ পর্‌তে পাবে, বিশ পঁচিশটা বাঁদী হামেহাল হুকুমে খাট্‌বে! কিন্তু, জামাইটি সন্ধ্যা হ'লেই বাইজী নিয়ে আমোদ কর্‌তে বস্‌বেন, আর রাত পোহালে মাতাল অবস্থায় ঝোলায় চেপে বাড়ী আস্‌বেন! তা'—আপনার ত' হীরে জহরতের অভাব নাই মালিক সাহেব, যে মেয়েকে মুক্তোর ঝোল খেতে আর চোখের জল ফেল্‌তে বড়মানুষের ঘরে দিতে চাইছেন!

ইব্রাহিম। চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌তে চায় নাকি রে? একদম বিমারি হয়!

ইম্‌লি। আমি কি তাই বল্‌ছি মালিক সাহাব? এই ধরুন না, আপনার এই নূতন মুন্সীটা কি চমৎকার কবিতা লেখে, প্রকাণ্ড বিদ্বান্ মৌলবি! মনে করুন ঐটি যদি আপনার জামাই হয়!

ইব্রাহিম। বলিস্ কি রে ইম্‌লি, মুন্সি জামাই হবে!

ইম্‌লি। কেন, তাতে কি দোষ হয় মালিক সাহাব? ভদ্রলোকের ছেলে,

লেখাপড়ায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, চরিত্র ভাল ; তবে—পয়সা নেই এই যা। তা'—আপনার জামাই হ'লে সে দুঃখু ত' আর থাক্‌বে না। হামেসা আপনার কাছে থাক্‌বে, কবিতা লিখ্‌বে ; আপনার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হবে ! সেইটা ভাল, না—একটা গোঁয়ার বড়-মানুষের ছেলেকে জামাই ক'রে মেয়েটার দিনরাত চ'খে জল, আর নিজেরও বারোমাস বিষের জ্বালা—সেইটে ভাল ?

ইব্রাহিম। ঠিক্ বলেছিস্ ইম্‌লি ! বড়মানুষের ছেলেগুলোর সব বিমারি হয় !

ইম্‌লি। তা হ'লে, আপনার ঐ নূতন মুন্সীর সঙ্গে সাহাবজাদার বিয়ের ব্যবস্থাটা আজই করে ফেলুন।

ইব্রাহিম। ইম্‌লি, তেরী অকল্‌কী বিমারি হয় ! একটা অজানা লোকের সঙ্গে সাদী ক'র্‌তে জিনৎ রাজী হবে কেন ? আর, লোকেই বা আমায় ব'ল্‌বে কি ?

(জিনতের প্রবেশ)

জিনৎ। বাবা !

ইব্রাহিম। জিনৎ ! তুই রাজী না কি ? তবে তোর জরুর বিমারি হয় ! এক বেটা বদ্‌সুরৎ মুন্সীর বাচ্ছা, বেটার চৌপট্ দাড়ির মধ্যে দু' লক্ষ উকুন,—তা'কে তুই সাদী ক'র্‌তে চাস্ ! বিমারি হয় ! কাবাব, দাওয়াই লাও !

জিনৎ। বাবা ! দাড়িটা মুড়িয়ে দিলেই ত' আপত্তি কেটে যাবে ! আর, যে মহাকবি "কোকিলার প্রতি কোকিলের উক্তি" লিখ্‌তে পারেন, তাঁর অন্য পরিচয়ের আবশ্যক কি, বাবা ?

ইব্রাহিম। জিনৎ, চিরেতা খা—চিরেতা খা ! অল্‌বৎ বিমারি হয় ! একেবারে উনপঞ্চাশ বাই তোকে ছেয়ে ফেলেছে। চিরেতা খা !

জিনৎ। বাবা! আমায় খানিকটা তেজাল জহর দাও, আমি খাই!

ইব্রাহিম। বেটি—বেটি! ও কথা বলিস্ নি' বেটি! এখনই আমার পিলে টন্ টন্ ক'র্‌বে! ওহো—গেল গেল গেল গেল! বিমারি হয়!

ইম্‌লি। মালিক সাহাব! জিনৎ যে রকম একগুঁয়ে মেয়ে, ও জহর না খেয়ে ছাড়বে না।

ইব্রাহিম। জিনৎ-বেটি, জহর খাস্‌নি' বেটি! বড় তক্‌লিফ্ হ'বে বেটি, বড় তক্‌লিফ্ হ'বে! ইম্‌লি, এখনই মস্‌জিদে লোক পাঠিয়ে মোল্লা সায়েবকে ডেকে আনা। আজই সাদী হ'য়ে যা'ক্! উপায় নাই, জিনৎ আমার বিষ খেতে চায়! বিমারি হয়!

ইম্‌লি। খুসীকি দিন হয়, জিনৎকা সাদী হয়!

[ইম্‌লি ও জিনতের প্রস্থান।

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! ছেলে-মেয়েদের উপর বাপের মায়া-মহব্বৎ একদম বিমারি হয়! জিনৎ বিষ খেতে চাইলে, আর অমনি আমার সব আপত্তি ভেসে গেল। বদ্‌সুরৎ মুন্সী বেটাকে জামাই মঞ্জুর ক'র্‌তে হ'ল! বিমারী হয়—দুনিয়াতে থাকাটাই বিমারি হয়।

(কাবাব ও খালিদের প্রবেশ)

কাবাব। ববচিকে বচ্চে! পাঁচ সের দুম্বার গোস্ত পুড়িয়ে একেবারে কয়লা করে ফেলেছে! ববচিকে বচ্চে!

ইব্রাহিম। ক্যয়া হুয়া কাবাব? দুম্বেকা গোস্ত জ্বল্ গ্যয়া? বিমারি হয়!

কাবাব। কহো ববচিকে বচ্চে, কহো!

খালিদ। হুজুর! উনুনের আঁচ্‌টা ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি'।

ইব্রাহিম। বাবুর্চি আঁচ বুঝ্‌তে পারে না! কাবাব, গিরগিট্‌কী সুরুয়া!

খালিদ। খোদাবন্দ!

ইব্রাহিম। ব্যস্—বিমারি হয়!

কাবাব। কহো ববচিকে বচ্চে!

(ইবলিস্, খোদাবক্স ও গফুরের প্রবেশ)

ইব্লিস্। সনাক্ত কর! সনাক্ত কর!

খোদাবক্স। ময় মর্ যাউঙ্গা। বেটা রে!

গফুর। ছেড়ে দে রে! টিপুনির চোটে আমিও মর্ যাউঙ্গা রে!

কাবাব। লে ঝটাপট্! লে ঝটাপট্!

ইব্রাহিম। ইব্লিস্! ইয়হ কৌন্ হয়?

ইব্লিস্। হুজুর! দিওয়ানা হয়।

খোদাবক্স। ময় মর্ যাউঙ্গা!

গফুর। খোদাবন্দ! শয়তান আয়া—মাম্দো আয়া!

খোদাবক্স। ময় মর্ যাউঙ্গা! বেটা রে!

গফুর। লে বলায়! বেটা মাম্দো আল্‌টপ্‌কা বাবা হ'তে চায় যে রে বাবা!

খালিল। (স্বগতঃ) প্রেম! তুমিই সত্য!

খোদাবক্স। বেটা রে!

গফুর। তোর গুষ্টির মাথা রে! প্রাণ গেল রে!

ইব্রাহিম। মুন্সী, তোমার বাপের একদম বিমারি হয়!

গফুর। বাপ নয় হুজুর, মোটেই বাপ নয়! কি ভূতের উপদ্রব রে বাবা!

খোদাবক্স। তুর্কস্থানের ওমরাহ সাহাব! এ আমারই বেটা। বিবি গুলফন একে ৯ মাস ১৩ দিন পেটে ধরে ছিল। ময় মর্ যাউঙ্গা! এ চমৎকার কবিতা লিখতে পারে!

খালিল। (স্বগতঃ) প্রেম! এইবার বুঝি ধরা পড়ে গেলুম!

খোদাবক্স। দিনরাত ইড়বিড় বকে, আর হিজিবিজি লেখে।

কাবাব। ব্যস্—সবুত হো চুকা! মুন্সী, তোমার সঙ্গে আজই সাহাবজাদীর বিয়ে। মোল্লা ডাক্‌তে গিয়েছে। তোমার ওই বীভৎস দাড়ি ছেঁটে, উকুনগুলো মেরে ফেল! ইব্‌লিস্, মুন্সীকে কর্পূরের তেল মাখিয়ে গরম জলে গোসল করিয়ে দাও।

খালিল। প্রেম, তুমি প্রবঞ্চনাময়ী! সব গোলমাল করে দিচ্ছ।

খোদাবক্স। বেটা রে!

গফুর। মারে গা এক থপ্পড় রে! আমার কোন' পুরুষে কবিতা লিখ্‌তে জানে না, হুজুর। আমি নকল কবি, হুজুর! আসল কবি ঐ ঝাঝরি হাতে দাঁড়িয়ে।

ইব্রাহিম। বাবুর্চিকে বচ্চে! জবাব বৎলাও।

খালিল। হুজুর! সব যে গোলমাল হ'য়ে যাচ্চে। প্রেম—

ইব্রাহিম। বিমারি হয়!

ইব্‌লিস্। চল মুন্সীজি, গোসল কর্‌বে চল। মোল্লা সায়েব ব'সে আছেন।

গফুর। সে বলায়! চাক্‌রি কর্‌তে এসে বিয়ে কি রে বাবা! কি ভূতের উপদ্রব রে বাবা! কশম খোদাকী—আমার কোন পুরুষে মুন্সী নয়! আমি বনেদী বাবুর্চি, হুজুর। বাপ-ঠাকুদ্দা আমার হেঁসেলেই দাড়ি পাকিয়েছে!

খোদাবক্স। মর মর্ যায়ুঙ্গা! বেটা আমার সত্যি কথাই বলেছে হুজুর। বড়লোক হ'বার আগে আমি চাটের দোকানে নিজেই রাঁধ্‌তুম।

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! মুন্সীজি, তুমি যদি সত্যই বাবুর্চি, তা' হ'লে জবাব দাও—কাবাব ক' রকমের হয়।

গফুর। আগে ঐ ঝাঁঝ্‌রাওয়ালাকে বল্‌তে দি'ন্ হুজুর। আমি আগে বল্‌লে ও শিখে ফেল্‌বে, হুজুর!

খালিল। মিঞা! এই কি তোমার ধর্ম্ম হ'ল, মিঞা?

কাবাব। বৎলাও—বৎলাও ঝাঁঝরেওয়ালে!

খালিল। বল্‌ছি হুজুর! (স্বগতঃ) কল্পনে, মস্তিষ্কে আবির্ভূতা হও!

কুক্কুর বিড়াল কাটিয়া খুঁড়িয়া
হলুদ্ পিয়াজ তাহে মাখাইয়া,
লোহার শিকেতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
আগুনে পোড়ালে "শিক্-কাবাব"!

ইয়া আল্লা! এ যে কবিতা হ'য়ে গেল!

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! কাবাব, দাওয়াই খিলাও—দাওয়াই খিলাও।

কাবাব। বহুৎ আচ্ছা, হুজুর। আগে এই ঝাঁঝ্‌রাওয়ালার চৌপট্ দাড়িটা কেটে দিই হুজুর, নইলে সমস্ত দাওয়াই ওর দাড়িতেই লেগে যাবে, পেটে এক চান্‌চেও যাবে না, হুজুর।

ইব্রাহিম। বহৎ ঠিক্ হয়। বিমারি হয়।

কাবাব। ইব্‌লিস্ মিঞা! এই কবিওয়ালা জাহাজের মাস্তলটাকে ঘাড় ধরে একটু নীচু করে দাও ত'। নাগাল পাবো না যে!

খালিল। (স্বগতঃ) প্রেম! শেষ রক্ষাটা হয় যেন।

(ইব্‌লিস্ খালিলের ঘাড় ধরিয়া নামাইয়া দিল ও কাবাব দাড়ি টানিতেই দাড়ি খুলিয়া গেল)

কাবাব। হুজুর! বড়ি ভারি বিমারি হয়। নকল বাবুর্চিকা দাড়িভী নকল হয়।

খোদাবক্স। তব তো, এহি মেরা বেটা হয়! মর্ মর্ যাউঙ্গা! (খালিলকে আলিঙ্গন)

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! নকল ববচি, বৎলাও—এ লোক কি তোমার বাবাজান?

খালিল। প্রেম! এইবার যে বিষম সমস্যায় ফেল্‌লে!

ইব্‌লিস্‌। জল্‌দি বৎলাও।

খালিল। ইয়া আল্লা!

ইব্রাহিম। বাস্‌! জল্‌দি বৎলাও।

খালিল। লোকে তাই বলে শুনেছি হুজুর!

ইব্রাহিম। নকল ববচিকে বাপ্‌! তোমার নাম কি?

খোদাবক্স। সে কথা আর শুনে কাজ নেই।

ইব্‌লিস্‌। বাস! জল্‌দি বৎলাও।

খোদাবক্স। খোদাবক্স মিঞা সরাইওয়ালা।

ইব্রাহিম। বিমারি হয়! বিমারি হয়! সরাইওয়ালা আমার বাড়ীতে! ইব্‌লিস্‌,—পিলে টন্‌ টন্‌ কর্‌ছে! গেল—গেল—গেল—গেল! বিমারি হয়!

ইব্‌লিস্‌। বাপ্‌-বেটা দুটোকেই গিরফ্‌তার করি' হুজুর!

খালিল। (স্বগতঃ) প্রেম! বিশ্বাসঘাতিনী হয়ো না!

খোদাবক্স। ময় মর্‌ যাউঙ্গা!

ইব্রাহিম। গেল—গেল—গেল—গেল!

ইব্‌লিস্‌। গিরফ্‌তার! গিরফ্‌তার!

ইব্রাহিম। সবর করো ইব্‌লিস্‌, সবর করো! জিনতের কাছে সত্য করেছি, যে ব্যক্তি কোকিলের কবিতা লিখেছে, তারই সঙ্গে জিনতের সাদী হ'বে। নকল ববচি, সে কবিতা কি তুমি লিখেছ?

খালিল। অস্বীকার কর্‌বার যে উপায় নেই জনাব!

ইব্রাহিম। আমারও যে উপায় নেই রে সরাইওয়ালেকে বচ্চে! দুনিয়া

ভরমে সর্ফ বিমারি হয়! ইব্‌লিস্, একে মোল্লার কাছে নিয়ে গিয়ে সাদী দিলাও। লে যাও—লে যাও, এখনই আবার পিলে টন্ টন্ করবে। জল্‌দি লে যাও!

কাবাব। আসামী গেরেপ্তার হল না বলে' মন-মরা হয়ো না, ইব্‌লিস্! তুমি এই নকল দাড়িটাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাও!

(কাঁচি ও দাড়ি প্রদান)

ইব্‌লিস্। একেই বলে নেক্-নজর! হেঁসেল থেকে একেবারে সাহাব-জাদীর খাস্‌কাম্‌রায়! চলুন জনাব!

[ইব্‌লিস্ ও খালিলের প্রস্থান।

খোদাবক্স। বেটা রে, আমায় ছেড়ে আবার কোথায় চল্লি রে!

ইব্রাহিম। যেতে দাও—যেতে দাও! জিনতের কাছে সত্যি করে' ফেলেছি। নকল মুন্সী, তুমি আজ থেকে ববর্চিখানায় ভর্ত্তি হ'লে। মাইনে সমানই রইল! খুস্‌রোজের দিন আজ, উম্‌দা উম্‌দা খানা তয়ের করগে!

গফুর। এ কি বাবা! এক সঙ্গে এতগুলো লোকের উপর নেক্-নজর হ'য়ে গেল! টেক্কা দিয়েছি কিন্তু আমি!—একেবারে আড়াইশ' টাকায় হেঁসেলে ভর্ত্তি! বিবি, এইবারে পয়জারের বহরটা দেখাব।

[প্রস্থান।

ইব্রাহিম। নকল ববর্চিকে বাপ্! তুমি সরাইওয়ালা হ'লেও এখন আমার বেহাই! চল, তোমায় গির্‌গিট্‌কী-সুরুয়া খাওয়াই!

খোদাবক্স। মর মর্ যাউঙ্গা!

[ইব্রাহিম ও খোদাবক্সের প্রস্থান।

কাবাবের গীত।

সারা হুজ্জৎ আখেরমে মিট্‌গায়া।

মিট্‌গায়া—মিট্‌গায়া—মিট্‌গায়া॥

দিলোঁসে দিল্ মিলানা, দিল দিলানা, এহি মেরা আদৎ হয়,

কিসিকা দিল্ দুঃখানা, দিল্ রুলানা, মেরেসে ন হোতা হয়,

হমারা মক্‌বুলোঁকা দিল্‌কা সিতম্ যাতা হয়,

পরায়া অপ্‌না হোনা, উহ যবানা, ইয়হ নহি হয় ;—

বে-দর্‌দিসে ময়নে ইয়ে দিল্‌কো হটায়া॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

উদ্যান

(খালিল, জিনৎ, ইম্‌লি ও সখিগণ)

জিনতের গীত।

নিঠর সঁইয়া, দিল্ নাহি দুখাও মোরি রে।

যাঁউ যাঁউ নাহি বোলোরে বঁইয়া, পঁইয়া পঁড়ু তোরি রে।

আও সঁইয়া গল্‌ওয়া লগাউ,

নয়নো সে নয়না মিলাউ ;

যব্ খোদা মিলায়া তুঝে, নাহি ছোড়ু রে॥

খালিল। পেয়ারে, আজ আমাদের প্রেমের জয় !

ইম্‌লি। এত ক'রে গরম জলে গোসল ক'রেও, খালিল সাহেবের গায়ে ধোঁয়াটে গন্ধটা যায় নি'।

জিনৎ। ইম্‌লি চুপ কর! আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্‌ নি।

খালিল। পেয়ারি! জীবন-সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে যে প্রেমের প্রবাহ বইছে, তাতে আমার সমস্ত ক্ষত ধৌত হ'য়ে গিয়েছে। তোমার নেক্‌-নজরের প্রলেপে সে ক্ষত শুষ্ক হ'য়েছে।

জিনৎ। আহা, তোমার হৃদয়ে এত প্রেম!

(কাবাবের প্রবেশ)

কাবাব। বাজে কথা সাহাবজাদী, বাজে কথা! খালিল সায়েবের গলায় যে কাগজখানা রয়েছে, সেইটে যদি তোমায় পড়ে' শোনায়, তবে ত' বলি প্রেম!

জিনৎ। কি কাগজ পেয়ারে, কি কাগজ?

খালিল। ও কিছু নয় জিনৎ। পাছে আমাকে পেত্নীতে পায়, সেই ভয়ে আমার মা কোন্‌ ওঝার কাছ থেকে এই কাগজখানা নিয়ে আমার গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন। সাদীর আগে এখানা পড়্‌তে মানা করে দিয়েছিলেন।

ইম্‌লি। এখন ত' সাদী হ'য়ে গিয়েছে, এখন ত' আর পড়্‌তে দোষ নাই!

খালিল। হ্যাঁ, এখন পড়্‌তে পারা যায়। (পাঠ করিয়া) তোবা—তোবা!

কাবাব। সাহাবজাদী, ওই দেখ তোমার নিঠর সঁইয়া ন্যাক্‌রা ক'র্‌ছে!

জিনৎ। পড় না পেয়ারে।

খালিল। তোবা তোবা! ও শুনে কাজ নাই পিয়ারী।

কাবাব। বুঝ্‌ছ না সাহাবজাদী? প্রেমপত্র—প্রেমপত্র! তাই তোমার কাছে পড়্‌তে সাহস হ'চ্চে না।

ইম্‌লি। আশ্চয্যি নেই! বিশ্বাস কি!

জিনৎ। ইম্‌লি! শেষে নসিবে এই ছিল! বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে সাদী হ'ল!

কাবাব। দেখ সাহাবজাদী, দেখ। এর চেয়ে যে নকল মুন্সী ছিল ভাল!

খালিল। (স্বগতঃ) কি বিপদেই পড়্‌লুম! (প্রকাশ্যে) একান্তই শুন্‌বে পেয়ারী?

জিনৎ। (সরোষে) যাও—যাও!

খালিল। এই দেখ তবে! লেখা আছে—

"হাতের পাঁচ বদ্‌লে গেছে, রঙের গোলাম ভেস্তে যায়।

কয় না কথা, নুইয়ে মাথা, লুটিয়ে পড়ে বিবির পায়॥"

সকলে। (হাস্য)।

খালিল। হেঁসো না—হেঁসো না! বড়লোকের ছেলেরা কর্ম্মবির গোলাম হয়, আমি সরাইওয়ালার ছেলে স্ত্রীর গোলাম হ'য়েছি। নকল বাবুর্চি-গিরিতে আমার চির সাধের গোলামি লাভ হয়েছে। সকলের প্রতি খোদার যেন এই রকমই নেক্‌-নজর হয়!

কাবাব ও সখিগণের গীত।

আজ্‌কে হেথা নকল সেজে আসল মিলেছে।

দুনিয়া পাগল নকল নিয়ে, আসল ভুলেছে॥

নকলের জেল্লা দেখে,

যায় গো ছুটে আসল রেখে,

কাট্‌লে নেশা, হায় হতাশা, জল ঝরে তার দুই চ'খে।

কাঁটা ঘাসে মুখ ছড়ে যায়, তবু কাঁটা খায় গো বেছে॥

[যবনিকা]

উপন্যাসাচার্য্য পণ্ডিত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

মূল্য ১৷৷০